Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

আফসানা আক্তার

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: জোবায়ের হাসান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

আফসানা আক্তার

রোলঃ 227021049

২৯ নভেম্বর,২০২৪ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

আফসানা আক্তার

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: জোবায়ের হাসান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

আফসানা আক্তার

রোলঃ 227021049

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " আফসানা আক্তার " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে আফসানা আক্তার, আইডিঃ 227021049বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: জোবায়ের হাসান
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মাও: জিল্লুর রহমান
তাজবীদ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " আফসানা আক্তার " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মুফতি: জোবায়ের হাসান উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

আফসানা

(স্বাক্ষর)

আফসানা আক্তার

আইডিঃ 227021049

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

তারিখঃ

২৯ নভেম্বর, ২০২৪ ইং

সূচিপত্র

□ চেয়ারের অবস্থান ও এতদসংক্রান্ত বিধি-বিধান 4

চেয়ারে সালাত আদায়কারীর জ্ঞাতব্য: 5

বসে নামাজ পড়ার শরয়ী বিধান 7

বসে নফল নামাজ পড়ার বিধান 9

চেয়ারে বসে সালাত আদায়ের একটি মৌলিক পর্যালোচনা 11

নামাযে চেয়ার ব্যবহারের শরয়ী হুকুম 13

বসে নামাজ পড়ার নিয়ম : 24

জামাতে নামাজ আদায়ের ক্ষেত্রে চেয়ারে বসে পড়ার বিধান 25

চেয়ারে বসে ইশারায় সিজদা করা ব্যাক্তি কি ইমামতি করতে পারবে? 26

গর্ভাবস্থায় বসে সালাত আদায় 26

হাতে প্লাস্টার থাকা অবস্থায় নামাজ পড়ার বিধান 30

হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে নামাজ আদায় 35

সক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও বসে নামাজ পড়ার বিধান 36

হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে নামাজ আদায় 36

না দাঁড়ানোর সুযোগ রয়েছে যখন 37

চেয়ারে নামাজ আদায় বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ দুই বিধান 37

গর্ভবতী নারীরা যেভাবে নামাজ পড়বেন 38

চেয়ারে বসে নামায আদায়- মূলনীতি ও কিছু বিধান 40

চেয়ারে বসে নামাজ আদায় কখন জায়েজ 47

কখন অক্ষম বিবেচনা করা হবে 47

মুসল্লির অক্ষমতা নির্ণয়ের মানদণ্ড 48

চেয়ারে বসে নামাজ পড়া কখন বৈধ, কখন অবৈধ 48

হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে নামাজ আদায় 49

নফল নামাজ বসে পড়ার হুকুম 49

বসে নামাজ পড়ার বিধান

সালাতের সাথেই ব্যাক্তির অন্যান্য কর্মকান্ড বিশুদ্ধ হওয়ার সাথে সম্পর্কিত। তাই সালাতকে পরিপূর্ণ বিশুদ্ধ ভাবে আদায় করতে আমাদের সর্বোচ্চ সচেষ্ট থাকতে হবে। আর বর্তমানে চেয়ারে বসে সালাত আদায় এতই বেড়ে গেছে যে অনেক ভুল ভ্রান্তি হয়ে যাচ্ছে। সালাত কাদের জন্য কি উপায়ে আদায় করা যাবে তা অনেকেই সঠিকভাবে জানেনা। যার দরুন সালাত আদায়ই হয়না।
অনেকেই আছেন যে দাড়াতে পারেন কিন্তু রুকু সিজদা করে পারেন না। তাও সে ব্যাক্তি বসেই নামাজ আদায় করে ফেলছেন। তাই সবাইকে সচেতন থাকতে হবে এসম্পর্কিত মাসলা-মাসায়েল গুলো ভালো ভাবে জেনে নিতে হবে। নতুবা আমরা নামাজ আদায় করবো ঠিকই কিন্তু আল্লাহর কাছে তার কোন মর্যাদা পাবোনা।

প্রথম অবস্থা:

যে ব্যক্তি রোগ, ভার কিংবা অন্য কোনো কারণে কিয়াম, রুকু, কিংবা সাজদাহ কোনোটিই করতে সক্ষম নয়। তারা যেভাবে বসে তাদের পক্ষে সালাত আদায় করা সম্ভব হয় সেভাবেই আদায় করতে পারবেন। কারণ আল্লাহ বলেন, "সুতরাং তোমরা যতটুকু সম্ভব ততটুকু আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন কর।" তাছাড়া আল্লাহ আরও বলেন, "আল্লাহ কোনো আত্মাকে তার সাধ্যের বাইরে কষ্ট দেন না"।

নিয়ম হচ্ছে যে, যারা চেয়ারে বসে সালাত আদায় করবে তারা সরাসরি ইমামের পিছনে দাঁড়াবে না। কারণ আশংকা করা হয় যে, ইমামের পিছনে দাঁড়ানোর ফলে কোনো কারণে যদি ইমাম কাউকে প্রতিনিধি নিয়োগ

করতে হয় তবে ইমাম সাহেবকে বিব্রতকর অবস্থায় পড়তে হবে। তাছাড়া কোনো পাঠ বা ঘোষণার সময় সে ইমাম ও অন্যান্য মুসল্লিদের মধ্যে বাধা হয়ে দাঁড়াবে।

আরও নিয়ম হচ্ছে যে, চেয়ারটি হবে আকারে ছোট। অর্থাৎ যতটুকু না হলে প্রয়োজন পুরো হয় না ততটুকুই। যাতে পার্শ্বস্থ ও পিছনের অন্যান্য মুসল্লিদের কাতার নষ্ট বা সোজা করতে কোনো অসুবিধা না হয়।

□ **দ্বিতীয় অবস্থা:**

যে ব্যক্তি (রোগ, ভার কিংবা অন্য কোনো কারণে) কিয়াম ও রুকু করতে সক্ষম কিন্তু সে সাজদাহ করতে সক্ষম নয়। তাহলে সে ব্যক্তি সাধারণ সালাত আদায় করবে। সে কিয়াম ও রুকু যথা নিয়মে আদায় করবে। কিন্তু যখন সাজদাহ করার সময় হবে তখন সে চেয়ারে বসে তার সাধ্যমত সাজদা আদায় করবে। অর্থাৎ রুকুর চেয়েও একটু বেশি ঝুঁকে সাজদা দেবে।

□ **তৃতীয় অবস্থা:**

যে ব্যক্তি (রোগ, ভার কিংবা অন্য কোনো কারণে) কিয়াম করতে সমর্থ কিন্তু রুকু ও সাজদাহ করতে সক্ষম নয়। তাহলে সে ব্যক্তি দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করতে শুরু করবে। সে যথা নিয়মে কিয়াম
করার পর যখন রুকু ও সাজদাহ করার সময় হবে তখন চেয়ারে বসে তার সাধ্যমত রুকু ও সাজদা আদায় করবে। অর্থাৎ ঝুঁকে রুকু আদায় করবে, কিন্তু সাজদাতে রুকুর চেয়েও একটু বেশি ঝুঁকবে।

□ **চতুর্থ অবস্থা:**

যে ব্যক্তি (রোগ, ভার কিংবা অন্য কোনো কারণে) কিয়াম করতে সমর্থ নয় কিন্তু সে রুকু ও সাজদাহ করতে সক্ষম। তাহলে চেয়ারে বসে সালাত আদায় করবে। তারপর যখন রুকুর করতে চাইবে তখন চেয়ার ছেড়ে স্বাভাবিকভাবে রুকু করবে। তারপর সে সাজদাহ করার জন্য স্বাভাবিকভাবে মাটিতে সাজদায় চলে যাবে।

মনে রাখতে হবে যে রুখসত তথা ছাড় শুধু প্রয়োজন মোতাবেকই হবে, প্রয়োজনের অতিরিক্ত গ্রহণ করা যাবে না। যখন রুখসতের প্রয়োজন হয় তখন তার উপর আমল করবে, সেটা অন্য আমলের সময় নেয়া যাবে না।

। প্রয়োজনকে তার গণ্ডির ভিতরেই রাখতে হবে

□ **পঞ্চম অবস্থা:**

যে ব্যক্তি (রোগ, ভার কিংবা অন্য কোনো কারণে) রুকু ও সাজদাহ করতে সক্ষম। কিন্তু সে কিয়াম কিংবা রুকু করতে সমর্থ নয়। তাহলে সে চেয়ারে বসে সালাত আদায় করবে। তারপর যখন সাজদাহ করার সময় হবে তখন স্বাভাবিকভাবে মাটিতে সাজদায় চলে যাবে।

মুসল্লির জানা উচিত যে, এগুলো হচ্ছে ফরয সালাতের বিধান।

যদি নফল সালাত হয় তবে সেটা পুরোটাই বসে পড়ার বিধান রয়েছে। কারণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বাহনের উপর সালাত আদায় করা সাব্যস্ত রয়েছে। তিনি বাহনের উপর ফরয সালাত আদায় করতেন না। আর যে হাদীসে বলা হয়েছে যে, "যে ব্যক্তি বসে সালাত আদায় করবে সে দাঁড়িয়ে আদায় করার অর্ধেক সালাত প্রাপ্ত হবে" হাদীসটি ঐ ব্যক্তির জন্য প্রযোজ্য, যার ওজর নেই। পক্ষান্তরে যার ওজর রয়েছে তিনি বসে বড়লেও পূর্ণ সওয়াব প্রাপ্ত হবেন। [আল্লাহই ভালো জানেন]

ষষ্ঠ অবস্থা:

যে ব্যক্তি (রোগ, ভার কিংবা অন্য কোনো কারণে) সালাতের সকল রুকনই যথাযথভাবে আদায় করতে সক্ষম। তবে সে তাশাহহুদে বসতে অক্ষম। এমতাবস্থায় সে সাধারণভাবেই সালাত আদায় করতে থাকবে, অতঃপর যখন তাশাহহুদের বসা আসবে তখন চেয়ারে বসে পড়বে।

□ **সপ্তম অবস্থা:**

প্রতিবন্ধী ও রোগীদের সালাতের ব্যাপারে মূল হচ্ছে তারা মাটিতে বসে সালাত আদায় করবে। কিন্তু যদি চেয়ারে বসে আদায় করা হয় তবে তা জায়েয।

□ চেয়ারের অবস্থান ও এতদসংক্রান্ত বিধি-বিধান

১. মুসল্লি যদি কাতারের মাঝখানে হয় তবে চেয়ারের পিছনের পা দু'টিকে কাতারের মধ্যে রাখতে হবে। এমতাবস্থায় সে নিজের শরীর নিয়ে কাতার থেকে সামনে এগিয়ে বসবে। যাতে করে পিছনের কাতার নষ্ট না হয়।

২. আর যদি চেয়ার কাতারের এক পার্শ্বে কিংবা কাতারসমূহের পিছনে থাকে, আর তার পিছনে কোনো কাতার না থাকে তবে সে চেয়ারে

সামনের পা দু'টি কাতারের মধ্যে রাখবে, আর সে শরীর নিয়ে কাতারে থাকবে, শরীর নিয়ে কাতারের সামনে এগিয়ে যাবে না।

৩. মুসল্লির জন্য এটা জায়েয হবে না যে সে রুকু ও সাজদার সময় চেয়ার সামনের দিকে টেনে নিবে আবার দাঁড়ানো অবস্থায় সেটাকে আবার পিছনে সরিয়ে নিয়ে যাবে। অনুরূপভাবে এর উল্টোটাও করা জায়েয হবে না। এ ধরনের কাজ অপ্রয়োজনীয় কাজ হিসেবে ধর্তব্য হবে। আর কোনো দরকারও নেই।

তাছাড়া যারা চেয়ারে সালাত আদায় করবে তাদের উচিত যে চেয়ারে তারা বসছে সেটা ঠিক আছে কি না তা যাচাই করে নেওয়া। কারণ এ সকল চেয়ার অনেক সময় ধরে মসজিদে থাকার কারণে সেগুলো কিছু সময় ঠিক থাকার পরে অব্যবহারযোগ্য হয়ে

পড়ে। তাছাড়া কারও কারও ওজন বেশি হলে তার ভার সইতে না পেরে চেয়ারের পা ভেঙ্গে সে নিজে পড়ে যেমন ব্যথা পেতে পারে তেমনি পার্শ্বস্থ অন্য কাউকেও কষ্ট দিতে পারে।

আবার কিছু কিছু চেয়ার রয়েছে যা কোনো দানকারীর মাধ্যমে এসেছে। এগুলোর উপকারিতা সকলের জন্যই। কেউ সেগুলোকে নিজের মত করে রিজার্ভ করে নিতে পারে না। বরং মসজিদে প্রবেশের পর যা পাওয়া যাবে তাতে সে সালাত আদায় করবে। তবে যদি কেউ নিজের মালিকানায়

কোনো চেয়ার খরিদ করে মসজিদে রাখে তাহলে তার অনুমতি ব্যতীত অন্য কারও উচিত হবে না সেটায় হস্তক্ষেপ করা। [আর আল্লাহই ভালো জানেন]

চেয়ারে সালাত আদায়কারীর জ্ঞাতব্য:

এটা জানা থাকা উচিত যে, যে ব্যক্তি চেয়ারে সালাত আদায় করবে তার সালাতে বিনয় ও নম্রতার ঘাটতি থাকবেই। কারণ এর মাধ্যমে সে সালাতের রুকনসমূহ যথাযথভাবে আদায় করতে পারছে না। সুতরাং নিতান্ত প্রয়োজনেই কেবল এ রুখসত বা ছাড় গ্রহণ করা যাবে। তাছাড়া তার উচিত সালাতে মন-প্রাণ হাজির রাখার বিষয়টি সর্বদা আমলে রাখা। যতটুকু সম্ভব অসাবধানতা থেকে দূরে থাকা।

যেহেতু চেয়ারে সালাত আদায়কারী অধিকাংশই রোগী হয়ে থাকেন, তাই তাদের জন্য সালাতে খুব আগে আসা পছন্দনীয় কাজ নয়। বিশেষ করে জুম'আর সালাতে। কারণ তাদের কাউকেও দেখা যায় যে, তারা ঘুমিয়ে পড়েছে, অথচ ইমাম মিম্বারে খুৎবা দিচ্ছেন। এমনকি কোনো কোনো

নেককার লোক বলেছেন, একবার এক অসুস্থ চেয়ারে বসে ঘুমিয়ে পড়ল, ইমাম সাহেব সালাত আদায় করে শেষ করে চলে গেল, মানুষরাও চলে যাওয়ার পর মসজিদ পরিস্কার করার সময় তাকে জাগানো হলে সে বলল,

আমি সালাতের অপেক্ষায় রয়েছি, সময় এখন কত? ইত্যাদি। অথচ তার জুমআর সালাত ছুটে গেছে।

মাসআলা:

যে ব্যক্তি এ ধরনের সমস্যায় পড়বে এবং জুমার সালাত ছুটে যাবে, তার উচিত হচ্ছে চার রাকা'আত যোহর আদায় করা।

সতর্কীকরণ:

কোনো কোনো সময় দেখা দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করছে, আর তার পিছনে রয়েছে একটি চেয়ার। তখন দর্শক মনে করল যে, লোকটির বুঝি চেয়ারের প্রয়োজন নেই, তাই সে চেয়ারটিকে সরিয়ে মসজিদের এক পার্শ্বে নিয়ে যায়। ইতোমধ্যে মুসল্লি রুকু ও সাজদা করার জন্য সে চেয়ারে বসতে যায়; কারণ সে মনে করে চেয়ারটি তার পেছনে রয়েছে, ফলে সে মাটিতে পড়ে যায়, কখনও কখনও এভাবে মাটিতে পড়ে যাওয়ার কারণে তার রোগ আরও বেড়ে যায়। এভাবে পড়ে গিয়ে সে যেমন তার সালাত ত্যাগ করে তেমনি তার ক্রোধও বেড়ে যায়, আবার কখনও কখনও যে এ কাজটি করেছে তার উদ্দেশ্যে কঠোর বাক্য কিংবা গালিও দিতে শুরু করে।

মাসআলা:

যে ব্যক্তি এ ধরনের সমস্যায় পড়বে তার জন্য উচিত হবে সালাত ত্যাগ না কর, বরং সে যেভাবে পারে সেভাবে এ সালাতটি সম্পন্ন করবে, এতে করে যদি তাকে এদিক সেদিক তাকানোও হয়ে যায় তবুও সমস্যা হবে না। কারও কারও মনে হতে পারে যে এ ধরনের ঘটনা ঘটে না। বস্তুত: এ ধরনের ঘটনা বাস্তব।

মাসআলা:

লক্ষ্য করা যায় যে, কোনো কোনো মুসল্লি চেয়ারে সালাত আদায়ের সময় সামনে টেবিলের মত কিছু রেখে তার উপর সাজদা করে থাকে, [যেমনটি নিম্নের চিত্রে রয়েছে। এটা সুন্নাতের বিপরীত কাজ। এতে এক ধরনের কৃত্রিমতা রয়েছে, এটা করার জন্য আমাদের নির্দেশ দেওয়া হয়নি। বরং মুসল্লির উচিত হবে কোনো প্রকার কৃত্রিমতা কিংবা মাসআলাবাড়াবাড়ি না করে যতটুকু সম্ভব আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন করা। এটাই আসল কথা আর অধিকাংশ আলেমের মতও তা-ই।

:

চেয়ারে বসে সালাত আদায়কারী কোনো কোনো মুসল্লিকে লক্ষ্য করা যায় যে, তারা যখন সাজদা করতে চান তখন তাদের দু' হাতকে বাতাসে বিছিয়ে সেটার উপর সাজদা করেন। এটা করাও ঠিক হবে না। কারণ এর

উপর কোনো দলীল-প্রমাণ নেই। এটি আসল নিয়মের পরিপন্থী কাজ। এতে এক ধরনের কৃত্রিমতা রয়েছে। বিশুদ্ধ হচ্ছে তাই যা পূর্বের মাসআলায় বর্ণনা করা হয়েছে। আর আল্লাহই অধিক জানেন (চেয়ারে বসে সালাত আদায় বিধি-বিধান, সতর্কীকরণ ও মাসলা-মাসায়েল শাইখ ফাহদ ইবন আবদুর মান আশ-শুওয়াইব)

বসে নামাজ পড়ার শরয়ী বিধান

যদি কেউ দাড়াতে পারেন,তবে রুকু সেজদা করতে পারেন না,তবে উনি দাড়িয়েই নামায শুরু করবেন।অতঃপর দাড়িয়েই ইশারায় রুকু-সেজদা ও বৈঠক করে নামাযকে সমাপ্ত করবেন।এটা ইমাম যুফার রাহ সহ অন্যান্য তিনো মাযহাবের অভিমত।দারুল উলূম করাছির সর্বশেষ সিদ্ধান্ত এটাই।তবে যদি কেউ দাড়িয়ে ইশারা করার পরিবর্তে বসে বসে ইশারা করে নামায পড়ে ফেলে তাহলে তার নামাযও ফাসেদ হবে না।বরং তার নামাযও হবে।যদিও সেটা অনুত্তম হিসেবে বিবেচিত হবে।

যদি কোনো ব্যক্তি রুকু সেজদায় যেতে পারে,কিন্তু রুকু সেজদা থেকে উঠতে না পারে।তাহলে এমন ব্যক্তির জন্য প্রথম রাকাত দাড়িয়ে পড়ার পর পরবর্তী রা'কাত সমূহ বসে পড়ার অনুমোদন রয়েছে।

অক্ষম ব্যক্তিদের জন্য চেয়ারে বসে নামায পড়ার চেয়ে মাঠিতে বসে নামায পড়াই শ্রেয়।

হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ তাকী উসমানী দামাতবারকাতুহুম তার সদ্য লেখা এ ফতওয়ায় চেয়ারে বসেনামায আদায় করার ক্ষতির দিকগুলো আলোচনাকরতে গিয়ে বলেন, ‘জমিনে বসে নামায আদায় করার শক্তি থাকা সত্ত্বেও চেয়ারে বসার যে প্রচলন দেখা যায় তাতে বিভিন্ন দিক থেকে আপত্তি রয়েছে।

(১)মাযুর ব্যক্তিদের জন্য জমিনে বসে নামায আদায় করাই উত্তম ও মাসনূন তরীকা।এর উপরই সাহাবায়েকেরাম রাযিয়াল্লাহু আনহুম এবং পরবর্তীদের আমল চলে আসছে। চেয়ারে বসে নামায আদায় করার রেওয়াজ কেবল শুরু হয়েছে।খায়রুল কুরূনে এর নযীর নেই। অথচ সে যুগে মাযুরও ছিল চেয়ারও ছিল।

(২) যে ব্যক্তি শরীয়তের দৃষ্টিতে মাযুর নয়, অর্থাৎ কিয়াম,রুকু সিজদা করতে সক্ষম, তার জন্য জমিনে বা চেয়ারে বসে ফরয এবং ওয়াজিব নামায আদায় করাই জায়েয নেই। অথচ কখনো কখনো দেখা যায় এ ধরণের সুস্থ ব্যক্তিও সামনে চেয়ার পেয়ে চেয়ারে বসে নামায আদায় করে নেয়। ফলে তার নামাযই হয় না।

(৩) চেয়ারের ব্যবহারের কারণে কাতার সোজা করা ও সোজা রাখার ক্ষেত্রে অনেক সমস্যার সৃষ্টি হয়। অথচ মিলে মিলে দাড়ানো ও কাতার সোজা করার বিষয়েহাদীস শরীফে জোর তাকীদ এসেছে।

(৪) বিনা প্রয়োজনে মসজিদে চেয়ারের অধিক্যের কারণে তা নাসারাদের গির্জা ও ইহুদীদের উপাসনালয়ের সাদৃশ দেখা যায়। তারা গির্জায় চেয়ার ও বেঞ্চে বসে উপাসনা করে। আর দ্বীনী বিষয়ে ইহুদী নাসারা ও অন্যান্য জাতিরসাদৃশ্য থেকেহ নিষেধ করা হয়েছে।

(৫)নামায তো এমন ইবাদত যা আদায় করতে হয়বিনয়াবনত হয়ে বিগলিতচিত্তে। আর চেয়ারে বসে নামায আদায় করার চেয়ে জমিনে বসে নামায আদায়ের মাঝে তা পূর্ণমাত্রায় পাওয়া যায়।

(৬) কোন কোন যুবক ও সুস্থ ব্যক্তি নামাযের পর মসজিদে রাখা চেয়ারে বসে আরাম করে। কখনো কখনো চেয়ার নিয়ে গোল হয়ে বসে আলাপচারিতায় লিপ্ত হয়। এটা মসজিদের পবিত্রতা, মার্যাদা ও আদবের খেলাফ।

(৭)মসজিদে চেয়ারের ব্যবহারের কারণে কোন কোন ছুরতে কুরআনে কারীম এবং মুরববী নামাযীদের আদবও এহতেরামের ব্যত্যয় ঘটে।’’

(নমুনা স্বরূপ আপত্তির এ সাতটি দিক উল্লেখ করার পর হযরত লেখেন :)

اس لئے اشارہ سے نماز پرھنے کے لئے بھی حتی الامکان کرسیوں کے استعمال سے بچنا چاہئے اور ان کے استعمال کی حوصلہ شکنی کرنی چاہئے، اور ان کا استعمال صرف ان حضرات کی حد تك محدود کرنا چاہئے جو زمین پر بیٹھکر نماز ادا کرنے پر قادر نہ ہوں.

‘‘...এ জন্যই ইশারায় নামায আদায় করার জন্য ও যথাসম্ভব চেয়ারের ব্যবহার না করা চাই। চেয়ার ব্যবহারের প্রতি নিরুৎসাহিত করা চায় এবং এর ব্যবহার কেবল মাত্র ঐ সকল ব্যক্তির মাঝে সিমাবদ্ধ করা উচিত,যারা জমিনে বসে নামায আদায় করতে সক্ষম নয়।’’

এই স্পষ্ট বক্তব্য সত্ত্বেও হযরত আবার এটাও লিখেছেন যে, রুকু সিজদা করতে অক্ষম ব্যক্তিগণ জমিনের উপরবসে ইশারায় নামায আদায় করতে সক্ষম হওয়ার পরও যদি চেয়ারে বসে নামায আদায় করে থাকেন, তাহলে সেটাও জায়েয, কিন্তু অনুত্তম কাজ। আর দারুল উলূমদেওবন্দের ফতওয়ায় এটাকে শুধু অনুত্তমই বলা হয়নি বরং বলা হয়েছে, তা বিভিন্ন কারণে ‘কারাহাত’ মুক্ত নয়।(সংগৃহীত) (আইফতোয়া)

বসে নফল নামাজ পড়ার বিধান

শরীয়ত কর্তৃক গ্রহণযোগ্য ওযর ব্যাতিত ফরজ,ওয়াজিব,সুন্নাত নামাজ বসে আদায় করা জায়েজ নেই।

এতে নামাজের অন্যতম ফরজ "" কিয়াম"" ছুটে যাওয়ার কারনে নামাজই হবেনা।

,

শরয়ী ওযরবশত বসে আদায় করতে পারবে।

কোনো সমস্যা নেই।

,

নফল নামায ওযর ছাড়াই বসে আদায় করতে পারবে।

এতে সওয়াবের অর্ধেক পাবে।

তাই দাঁড়িয়ে রুকু সেজদা করে নামায আদায় করাই উত্তম।

,

তবে শরয়ী ওযরবশত বসে আদায় করলে পূর্ণ ছওয়াব পাবে।

হাদীস শরীফে এসেছেঃ

عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، قَالَ: سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَلاَةِ الرَّجُلِ وَهُوَ قَاعِدٌ، فَقَالَ: «مَنْ صَلَّى قَائِمًا فَهُوَ أَفْضَلُ، وَمَنْ صَلَّى قَاعِدًا فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ القَائِمِ، وَمَنْ صَلَّى نَائِمًا فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ القَاعِدِ (رد المحتار، كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة، مَطْلَبٌ قَدْ يُطْلَقُ الْفَرْضُ عَلَى مَا يُقَابِلُ الرُّكْنَ وَعَلَى مَا لَيْسَ بِرُكْنٍ وَلَا شَرْطٍ، بحث القيام-131/2-132، طحطاوى على مراقى الفلاح، كتاب الصلاة، فصل فى صلاة النفل جالسا402-

হযরত ইমরান বিন হুসাইন রাঃ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এক ব্যক্তির বসে নামায পড়া বিষয়ে প্রশ্ন করলে জবাবে তিনি বলেন, যে ব্যক্তি দাঁড়িয়ে নামায পড়ে সে উত্তম। বসে যে নামায পড়ে, সে দাড়িয়ে নামায আদায়কারীর তুলনায় অর্ধেক সওয়াব পায়। আর যে ব্যক্তি শুয়ে নামায পড়ে, সে বসে নামায আদায়কারীর তুলনায় অর্ধেক সওয়াব পায়। [বুখারী, হাদীস নং-**১১১৬**

চেয়ারে বসে সালাত আদায়ের একটি মৌলিক পর্যালোচনা

বর্তমানে চেয়ারে বসে সালাত একটি অভ্যাস ও ফ্যাশনে পরিনত হয়ে গিয়েছে। যা পরিহার করা অত্যন্ত জরুরী। এটাকে শুধু মাত্র ঐ ব্যক্তির জন্যই সীমাবদ্ধ করা উচি' যিনি নিচে বসতে অক্ষম। এবং প্রয়োজনকে তার সীমার মধ্যে আবদ্ধ রাখা উচিৎ। নিচে বসার সক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও চেয়ারে বসে সালাত আদায় করার মধ্যে আল্লামা ত্বাকী উসমানী (হাফি) অনেক গুলো আপত্তিকর দিক তুলে ধরেছেন-

মাথুর (অক্ষম) ব্যক্তিদের জন্য জমিনে বসে সালাত আদায় করাই উত্তম ও- মাসনূন তরীকা। এর ওপরই সাহাবায়ে কেরাম রাযিয়াল্লাহু আনহুম এবং পরবর্তীদের আমল চলে আসছে। চেয়ারে বসে সালাত আদায় করার রেওয়াজ কেবল শুরু হয়েছে। খায়রুল কুরুন তথা নবী সা.-সাহাব এবং তাবঈনদের যুগে এর প্রমাণ নেই। অথচ সে যুগে অক্ষম ব্যক্তিও ছিল; এবং চেয়ারও ছিল।

যে ব্যক্তি শরীয়তের দৃষ্টিতে অক্ষম নয়, অর্থাৎ কিয়াম, রুকু সিজদা করতে- সক্ষম, তার জন্য জমিনে বা চেয়ারে বসে ফরয এবং ওয়াজিব সালাত আদায় করাই জায়েয নেই। অথচ কখনো কখনো দেখা যায় এধরণের সুস্থ ব্যক্তিও সামনে চেয়ার পেয়ে চেয়ারে বসে সালাত আদায় করে নেয়। ফলে তার সালাতই হয় না। চেয়ারের ব্যবহারের কারণে কাতার সোজা করা ও সোজা রাখার ক্ষেত্রে- অনেক সমস্যার সৃষ্টি হয়। অথচ মিলে মিলে দাড়াঁনো ও কাতার সোজা করার বিষয়ে হাদীসে জোর তাকীদ এসেছে।

বিনা প্রয়োজনে মসজিদে চেয়ারের অধিক্যের কারণে তা খৃস্টানদের গির্জা ও- ইহুদীদের উপাসনালয়ের সাদৃশ দেখা যায়। তারা গির্জায় চেয়ার ও বেঞ্চে বসে উপাসনা করে। আর দ্বীনী বিষয়ে ইহুদী নাসারা ও অন্যান্য জাতির সাদৃশ্য থেকে;

আমাদেরকে নিষেধ করা হয়েছে। সালাত তো এমন ইবাদত যা আদায় করতে হয় বিনয়াবনত হয়ে বিগলিত চিত্তে। আর চেয়ারে বসে সালাত আদায় করার চেয়ে; জমিনে বসে সালাত আদায়ের মাঝে তা পূর্ণ মাত্রায় পাওয়া যায়।

কোন কোন যুবক ও সুস্থ ব্যক্তি সালাতের পর মসজিদে রাখা চেয়ারে বসে- আরাম করে। কখনো কখনো চেয়ার নিয়ে গোল হয়ে বসে আলাপচারিতায় লিপ্ত হয়। এটা মসজিদের পবিত্রতা, মর্যাদা ও আদবের খেলাফ।

"এ জন্যই ইশারায় সালাত আদায় করার জন্যও যথাসম্ভব চেয়ারের ব্যবহার না করা চাই। চেয়ার ব্যবহারের প্রতি নিরুৎসাহিত করা চাই এবং এর ব্যবহার কেবলমাত্র ঐ সকল ব্যক্তির মাঝে সিমাবদ্ধ করা উচিৎ, যারা জমিনে বসে সালাত আদায় করতে সক্ষম নয়।"

উপরোক্ত আলোচনার পাশাপাশি শরীয়তের আরেকটি মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রতি লক্ষ্য রাখা আবশ্যক। আর তা হচ্ছে, সকল ক্ষেত্রে সহজীকরণ। আল্লাহ পাক সাধ্যাতীত নির্দেশ দেন না, বরং যা সহজ তাই আল্লাহর নিকট প্রিয় ইরশাদ হয়েছে, لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

"আল্লাহ তাআলা সাধ্যের বাহিরে কোন দায়িত্ব কারও ওপর চাপিয়ে দেন না।"317

যে ব্যক্তি ও রুকু-সিজদা করতে সক্ষম সে জমিনে বা চেয়ারে বসে সালাত আদায় করলে তার সালাত হবে না। বরং সে দাঁড়িয়ে যথা নিয়মে রুকু- সিজদার দারা সালাত আদায় করবে, এমতাবস্থায় চেয়ারে বসে সালাত জায়েয হবেনা।

(দাঁড়াতে+মাটিতে বসতে+রুকু-সিজদা করতে অক্ষম) নি. শর্ত চেয়ারে বসে সালাত আদায় জায়েয لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

"আল্লাহ তাআলা সাধ্যের বাহিরে কোন দায়িত্ব কারও ওপর চাপিয়ে দেন না 318

কেউ যদি দাঁড়াতে সক্ষম না হয়, কিন্তু মাটিতে বসে সিজদা করতে সক্ষম, তাহলে তাকে মাটিতে বসে সিজদা করে সালাত আদায় করতে হবে। চেয়ারে বসে ইশারা করে রুকু সিজদা করলে তার সালাত আদায় হবে না। আল্লামা ইবনে আবেদীন শামী (রাহি.) বলেন-

ولا يصح الإيماء بهما الركوع والسجود مع القدرة عليهما، بل شرطه تعذرهما" .-রুকু-সিজদায় সক্ষম হলে; ইশারায় তা আদায় করা সহীহ হবেনা। তবে অক্ষম হলে ভিন্ন। 319

যে ব্যক্তি দাঁড়াতে ও বসতে সক্ষম কিন্তু রুকু-সিজদাহ করতে অক্ষম; তার জন্য দাঁড়িয়ে কিরাত পড়া জরুরী। অতঃপর সে জমিনে বসে ইশারায় রুকু-সিজদাহ আদায় করবে। এমন ব্যক্তি যদি চেয়ারে বসে ইশারায় রুকু- সিজদাহ আদায় করে তবে তা মাকরূহে তানযীহী বা অনুত্তম।

নামাযে চেয়ার ব্যবহারের শরয়ী হুকুম

মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد:

ইসলামে সবচে বড় ইবাদত এবং ঈমানের পর সবচে বড় ফরয হচ্ছে নামায। কুরআন-সুন্নাহয় নামায আদায়ের নির্দেশ বারবার أَقِيمُوا الصّلَاةَ ও يُقِيمُونَ الصّلَاةَ এসব বাণীর মাধ্যমে এসেছে। আর সালাত কায়েম করার অর্থ হলÑ নামাযের ফারায়েয ও আরকান, ওয়াজিবাত ও সুনান, আদাব ও মুস্তাহাব্বাত ইত্যাদি বিষয়গুলোর প্রতি যতœবান হয়ে নামায আদায় করা।

নামাযের মূল ভিত্তি হল, তার আরকান ও ওয়াজিবগুলো। এর মাঝে সবচে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে কিয়াম, কিরাত, রুকু, সিজদা এবং কা'দা তথা বৈঠক। আর নামাযের রূহ হচ্ছে, আদব ও তাওয়াজু এবং নম্রতা ও বিনয়ের সাথে খুশু-খুযু অবস্থায় আল্লাহ তাআলার সামনে ছোট হয়ে হাজির হওয়া। এই হাকীকত ও রূহানিয়তের প্রতি খেয়াল করলে চেয়ারে বসে নামায আদায় করার কথা কল্পনাও করা যায় না। কেননা এতে না কিয়ামের ফরয আদায় হয়, না রুকু-সিজদার ফরয; আর না এর মাধ্যমে তাশাহহুদের জন্য যমিনে বসার হুকুম আদায় হয়। আর নামাযের যে রূহ অর্থাৎ সবিনয়ে আল্লাহ

তাআলার সামনে হাজির হওয়াÑ তাও এখানে অনুপস্থিত। কারণ চেয়ার সাধারণত আরাম ও মর্যাদার আলামত; তাওয়াজু ও বিনয়ের আলামত নয়।

এজন্য নামায আদায়ের পদ্ধতি হল, নামাযের সকল আরকান, ওয়াজিবাত, সুনান এবং আদাব ও মুস্তাহাব্বাতের প্রতি যথাযথ খেয়াল রেখে নামায আদায় করা। দাঁড়িয়ে নামায আদায় করা এবং রুকু-সিজদা যথা নিয়মে আদায় করা।

নামাযে বৈঠকের যে বিধান রয়েছে তার অর্থই হল, যমিন বা সমতলে বসা। আর সিজদা, যা মূলত নামাযের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ রুকন। এর হাকীকতই হচ্ছে, শরীরের উপরের অংশ নিচু হওয়া আর পেছনের অংশ উঁচু হওয়া। সিজদার পদ্ধতি সম্পর্কে হাদীস শরীফে এসেছে, আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেনÑ

أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ، عَلَى الجَبْهَةِ وَأَشَارَ بِيَدِهِ عَلَى أَنْفِهِ وَاليَدَيْنِ وَالرِّكْبَتَيْنِ، وَأَطْرَافِ القَدَمَيْنِ.ِ

আমাকে সাতটি অঙ্গ দ্বারা সিজদা করতে (আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে) আদেশ করা হয়েছে : (১) কপাল ও নাক। (২, ৩) দুই হাত। (৪, ৫) দুই হাঁটু। (৬, ৭) দুই পায়ের আঙ্গুলসমূহ। Ñসহীহ বুখারী, হাদীস ৮১২

এ হাদীস থেকে এটি স্পষ্ট যে, এই সাত অঙ্গ ব্যবহার করে সিজদা করলেই তা পরিপূর্ণ সিজদা হবে এবং আল্লাহ তাআলা এভাবে সিজদা করারই হুকুম প্রদান করেছেন। আর নিচে বসে সমতলে সিজদা করার দ্বারাই এ হুকুম আদায় হয়। চেয়ারে বসে এভাবে সিজদা আদায় করা সম্ভবই নয়।

মোটকথা, কুরআন-সুন্নাহয় নামাযের যে পদ্ধতি ফরয করা হয়েছে চেয়ারে বসে নামায আদায় করার ক্ষেত্রে সেই ফরয আদায় করা সম্ভবই নয়।

এখন প্রশ্ন হল, মাযূর ও অসুস্থ ব্যক্তি কী করবে? এর উত্তর হলÑ মাযূর মুসল্লী তো আজকে প্রথম নয়। আগেও তো মাযূর ও অসুস্থ মানুষ ছিল। ওযর ও অসুস্থ অবস্থায় কীভাবে নামায আদায় করতে হবেÑ এর তালীমও কুরআন-সুন্নাহ এবং ইসলামী শরীয়তে রয়েছে। প্রয়োজন হল, ওজরের সময় নামায আদায় করার পদ্ধতি-সংশ্লিষ্ট শরয়ী বিধি-বিধানের ইলম যথাযথ হাছিল করা এবং সে অনুযায়ী আমল করা। সহজতা, আরামপ্রিয়তা এবং নিছক আন্দাজ ও ধারণার ভিত্তিতে এমনি এমনি সিদ্ধান্ত নিয়ে নেওয়া যে, আমার জন্য চেয়ারে বসে নামায পড়া জায়েয আছেÑ এমনটি করা কখনই ঠিক নয়। এতে যেভাবে শরীয়তের ব্যাপারে একধরনের বেপরোয়া ভাব প্রকাশ পায়

তেমনি নামাযের মত আযীমুশ শান ইবাদতের ক্ষেত্রে চরম পর্যায়ের উদাসীনতাও সাব্যস্ত হয়। ওযরের ক্ষেত্রে শরীয়তের উসূল ও মূলনীতি হল, যে কোনো ওযরের কারণেই কেউ মাযূর সাব্যস্ত হয় না। তাই মামুলী ওযরের কারণে নিজেকে মাযূর মনে করা বৈধ নয়। আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ উসূল হল, যতটুকু ওজর ততটুকু রুখসত বা ছাড়। এমন নয় যে, এক ওজরের কারণে সকল ফরয থেকে ছুট্টি। যেমন, নামাযে দাঁড়ানোর সক্ষমতা নেই বলে এখন রুকু-সিজদাও মাফ। রুকু-সিজদা করতে পারে না বিধায় এখন কা'দা (তাশাহহুদের জন্য যমিনে বসা)-ও মাফÑ বিষয়টি এমন নয়।

হাদীস শরীফে এসেছে, ইমরান ইবনে হুসাইন রা. বলেনÑ

كَانَتْ بِي بَوَاسِيرُ، فَسَأَلْتُ النَّبِيّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنِ الصّلاَةِ، فَقَالَ: صَلِّ قَائِمًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ.

আমার অর্শরোগ ছিল। তাই আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আমি কীভাবে নামায পড়বÑ সে ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, তুমি দাঁড়িয়ে নামায আদায় করবে। দাঁড়িয়ে পড়তে সক্ষম না হলে বসে বসে পড়বে। বসেও সক্ষম না হলে কাত হয়ে শুয়ে আদায় করবে। (সহীহ বুখারী, হাদীস ১১১৭)

দাঁড়িয়ে স্বাভাবিক নিয়মে রুকু-সিজদা করে নামায পড়তে পারেন নাÑ এমন ব্যক্তির নামাযের পদ্ধতির ব্যাপারে এ হাদীসে মৌলিক নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। এ হাদীসের ব্যাখ্যায় ইমাম ইবনে আবদুল বার রাহ. বলেনÑ

هَذَا يُبَيِّنُ لَكَ أَنّ الْقِيَامَ لَا يَسْقُطُ فَرْضُهُ إِلّا بِعَدَمِ الِاسْتِطَاعَةِ ثُمّ كَذَلِكَ الْقُعُودُ إِذَا لَمْ يَسْتَطِعْ ثُمّ كَذَلِكَ شَيْءٌ شَيْءٌ يَسْقُطُ عِنْدَ عَدَمِ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِ.

এ হাদীস স্পষ্টভাবে বলে দিচ্ছে যে, কিয়াম করতে অক্ষম হওয়ার আগ পর্যন্ত নামাযে কিয়াম করা ফরয; তা বাদ দেওয়া যাবে না। তেমনি কা'দা (বৈঠক)। তা আদায়ে অক্ষম হওয়ার আগ পর্যন্ত তা আদায় করার ফরয বিধান বহাল থাকবে। নামাযের অন্যান্য ফরয-ওয়াজিব আমলগুলোও এমনি। যখন যেটি আদায়ে অক্ষম হবে কেবল সেটিই তখন ছাড়া যাবে। (আততামহীদ ১/১৩৫)

উপরোক্ত হাদীস ও শরীয়তের অন্যান্য দলীলের ভিত্তিতে মুজতাহিদ ইমামগণ মাযূর ও অসুস্থ ব্যক্তির নামাযের যেসব বিধি-বিধান উল্লেখ করেছেন তার আলোকে চেয়ারে বসে নামাযের হুকুম সামনে তুলে ধরা হল।

অসুস্থ হলেই চেয়ারে নামায জায়েয হয়ে যায় না

এখানে বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে, বর্তমানে সামান্য অসুস্থতা, সামান্য দুর্বলতা, হালকা ব্যথা-বেদনার অজুহাতে চেয়ারে বসে নামায আদায়ের প্রবণতা অনেকের মধ্যে লক্ষ করা যাচ্ছে। দিন দিন এ প্রবণতা বেড়েই চলেছে। ফলে মসজিদে মসজিদে চেয়ারের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। অথচ চেয়ারে বসে নামায আদায়কারীদের মধ্যে এমন লোকও থাকেন, যারা হাঁটা-চলা, উঠা-বসা থেকে শুরু করে দৈনন্দিন কাজকর্ম স্বাভাবিকভাবেই করে যাচ্ছেন। কিন্তু নামাযের সময় তারা মাযূর হয়ে চেয়ার নিয়ে বসে পড়েন।

ভালোভাবে মনে রাখা দরকার, যে কোনো অসুস্থতার কারণেই চেয়ারে বসে নামায জায়েয হয়ে যায় না। বরং ইমরান ইবনে হুসাইন রা. থেকে বর্ণিত পূর্বোক্ত হাদীসটিতে সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছেÑ

فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ.

‘দাঁড়িয়ে পড়তে সক্ষম না হলে বসে বসে পড়বে। বসে সক্ষম না হলে কাত হয়ে শুয়ে আদায় করবে।’

এর থেকে স্পষ্ট যে, বসে নামায পড়ার জন্য শর্ত হল দাঁড়ানোর সক্ষমতা না থাকা। তেমনি যমিনে/সমতলে না বসে পড়ার জন্যও শর্ত, যমিনে/সমতলে বসার সক্ষমতা না থাকা।

আর কোন্ প্রকারের অসুস্থতা অক্ষমতা গণ্য হবে কোন্টি গণ্য হবে না এবং এর মানদÐ কীÑ ফকীহগণ তা নির্ণয় করে দিয়ে গেছেন।

মুসান্নাফে আবদুর রায্যাকে বর্ণিত হয়েছে, আমর ইবনে মায়মূন রাহ. বলেন, তার পিতা মায়মূন ইবনে মেহরান রাহ.-কে প্রশ্ন করা হলÑ

مَا عَلَامَةُ مَا يُصَلِّي الْمَرِيضُ قَاعِدًا؟

অসুস্থ ব্যক্তি কখন বসে নামায পড়তে পারবেÑ এর মানদÐ কী?

উত্তরে তিনি বলেনÑ

إِذَا كَانَ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَقُومَ لِدُنْيَاهُ فَلْيُصَلِّ قَاعِدًا.

যখন সে তার দুনিয়াবী কাজের জন্য দাঁড়াতে পারে না এ অবস্থায় পৌঁছলে সে বসে নামায পড়তে পারবে। (মুসান্নাফে আবদুর রায্যাক, বর্ণনা ৪১২৬)

হানাফী মাযহাবের প্রসিদ্ধ কিতাব আলমুহীতুল বুরহানীতে আছেÑ

وقال عليه السلام لعمران بن حصين رضي الله عنه حين عاده وهو مريض: صل قائماً فإن لم تستطع فقاعداً، فإن لم تستطع فعلى الجنب تومىء إيماءً والمعنى في ذلك أن الطاعة بحسب الطاقة. وقوله: فإن عجز عن القيام وقدر على القعود يصلي المكتوبة قاعداً، لم يرد

بهذا العجز العجز أصلاً لا محالة بحيث لا يمكنه القيام بأن يصير مقعداً، بل إذا عجز عنه أصلاً، أو قدر عليه إلا أنه يضعفه ذلك ضعفاً شديداً حتى تزيد علته لذلك، أو يجد وجعاً بذلك، أو يخاف إبطاء البرء، فهذا وما لو عجز عنه أصلاً سواء.

(আলমুহীতুল বুরহানী ৩/২৬)

অর্থাৎ অক্ষমতার প্রথম অর্থ হল, কাজটির সামর্থ্যই না থাকা। আর যদি সামর্থ্য থাকে, কিন্তু এটি করলে সে বেশি দুর্বল হয়ে পড়ে বা এর কারণে তার রোগ বেড়ে যায় কিংবা এর কারণে তীব্র ব্যথা অনুভব করে অথবা এমনটি করলে তার রোগ নিরাময় হতে বিলম্ব হবেÑ এ অবস্থাগুলোই কেবল অক্ষমতার অন্তর্ভুক্ত।

ইমাম ইবনুল হুমাম রাহ. বলেনÑ

)قوله إذا عجز المريض) المراد أعم من العجز الحقيقي حتى لو قدر على القيام، لكن يخاف بسببه إبطاء برء أو كان يجد ألما شديدا إذا قام جاز له تركه، فإن لحقه نوع مشقة لم يجز ترك القيام بسببها.

(ফাতহুল কাদীর ২/৩)

এখানে তিনি আরো স্পষ্টভাবে বলেছেন, দাঁড়ালে অনেক বেশি ব্যথা হলেই কেবল না দাঁড়িয়ে নামায পড়ার সুযোগ আছে। শুধু কিছু ব্যথা বা কষ্ট লাগার কারণেই কিয়ামের ফরয ছেড়ে দেওয়া জায়েয হবে না।

আর রোগ বেড়ে যাওয়া এবং রোগ নিরাময় হতে বিলম্ব হওয়ার বিষয়টি কীভাবে ফয়সালা করা হবে এর মূলনীতিও ফকীহগণ নির্ধারণ করে দিয়ে গেছেন। ইমাম ইবনুল হুমাম রাহ. বলেনÑ

وتحقق الحرج منوط بزيادة المرض أو إبطاء البرء أو فساد عضو، ثم معرفة ذلك باجتهاد المريض، والاجتهاد غير مجرد الوهم، بل هو غلبة الظن عن أمارة أو تجربة أو بإخبار طبيب مسلم غير ظاهر الفسق.

(ফাতহুল কাদীর ২/৩৫১)

অর্থাৎ রোগ বেড়ে যাওয়া এবং রোগ নিরাময় হতে বিলম্ব হওয়ার ফয়সালা শুধু ধারণা বা অনুমানের উপর নির্ভর করে করা যাবে না। বরং স্পষ্ট কোনো আলামত বা রোগীর পূর্ব অভিজ্ঞতা কিংবা মুসলিম অভিজ্ঞ ভালো কোনো ডাক্তারের বক্তব্যের উপর ভিত্তি করে তা নির্ণয় করতে হবে।

আল্লামা ইবনে আবেদীন শামী রাহ.-ও একই কথা বলেছেন। তিনি বলেনÑ

)قوله خاف) أي غلب على ظنه بتجربة سابقة أو إخبار طبيب مسلم حاذق.

(রদ্দুল মুহতার ২/৯৬)
এখানে লক্ষণীয় যে, এক্ষেত্রে ডাক্তার মুসলিম হওয়ার শর্ত এজন্য করা হয়েছে যে, ডাক্তার যদি অমুসলিম হয় তাহলে একে তো তার কাছে নামাযের গুরুত্ব থাকবে না। দ্বিতীয়ত নামাযের পদ্ধতি সম্পর্কেও তার কোনো ধারণা থাকার কথা নয়। সেজন্য নামাযের আরকান যথাযথ আদায় করলে রোগীর শারীরিক ক্ষতি হবে কি নাÑ এ সম্পর্কেও তার বাস্তব ধারণা থকবে না। সবচেয়ে বড় কথা হল, দ্বীনী বিষয়ে কোনো অমুসলিমের উপর আস্থা রাখা যায় না। এজন্যই মুসলিম ডাক্তার শর্ত করা হয়েছে। তবে কখনো কখনো মুসলিম ডাক্তারের মাঝেও দ্বীনী বিষয়ে উদাসীনতা লক্ষ্য করা যায়। তাই চেয়ারে বসে নামায শুরু করার পূর্বে ডাক্তারের পরামর্শের পাশাপাশি নিজের অবস্থার পুরোপুরি বিবরণ দিয়ে কোনো মুফতী বা ফতোয়া বিভাগ থেকে মাসআলা জেনে নিতে হবে। নতুবা ক্ষেত্রবিশেষে নামায সহীহ নাও হতে পারে।
মোটকথা, অসুস্থ হলেই চেয়ারে বসে নামায জায়েয হয়ে যায় না। বরং অসুস্থতার ধরন হিসেবে এর হুকুমও ভিন্ন হয়ে থাকে। ১. এমন অসুস্থতা, যা সত্তে¡ও চেয়ারে বসে পড়লে নামায শুদ্ধই হবে না। ২. এমন অসুস্থতা, যার কারণে নামাযের আংশিক চেয়ারে বসে আদায় করলে নামায ফাসেদ হবে না। ৩. এমন অসুস্থতা, যার কারণে পুরো নামায চেয়ারে বসে পড়া জায়েয।

যাদের জন্য চেয়ারে বসে নামায পড়া নাজায়েয
১. যে ব্যক্তি শরীয়তের দৃষ্টিতে মাযূর নয়, অর্থাৎ কিয়াম, রুকু-সিজদা করতে সক্ষম, তার জন্য যমিনে বা চেয়ারে বসে নামায আদায় করাই জায়েয নয়। অথচ কখনো কখনো দেখা যায়, এ ধরনের সুস্থ ব্যক্তিও সামনে চেয়ার পেয়ে চেয়ারে বসে নামায আদায় করে নেয়। ফলে তার নামাযই হয় না।
২. শুধু আরামের জন্য অথবা মামুলি কষ্টের বাহানায় চেয়ারে বসে নামায পড়লে নামায আদায় হবে না। এমনকি যমিনে বসে পড়লেও আদায় হবে না।
৩. যার পায়ে বা কোমরে ব্যথা। দাঁড়িয়ে স্বাভাবিক নিয়মে রুকু-সিজদা করে নামায পড়লে শরীরে ব্যথা লাগে। কিন্তু তার ব্যথা এ পরিমাণের নয় যে, তা অনেক বেশি। যা সহ্যের বাইরে; বরং এ ব্যথা নিয়ে সে কিয়াম ও রুকু-সিজদা করে নামায পড়তে পারে তবে তার জন্যও যমিনে বা চেয়ারে বসে নামায পড়ার কোনো সুযোগ নেই। এমন করলে নামায আদায় হবে না।

৪. যে কিছুটা অসুস্থ। কিন্তু তার অসুস্থতা এ পর্যায়ের নয় যে, সে কিয়াম ও রুকু-সিজদা করে নামায পড়তে সক্ষমই নয়, বা এভাবে নামায পড়লে তার রোগ বেড়ে যাবে কিংবা রোগ নিরাময় হতে বিলম্ব হবেÑ এমনও নয়। এমন অল্প অসুস্থতার অজুহাতে যমিনে বা চেয়ারে বসে নামায পড়লে নামায আদায় হবে না।

৫. যে ব্যক্তি নামাযে কিয়াম তথা দাঁড়াতে সক্ষম। যমিনে সিজদাও করতে পারে। কিন্তু পা ভাঁজ করে তাশাহহুদের সুরতে বসতে পারে না। তবে পা ছড়িয়ে বা চারজানু হয়ে বা এক পা বিছিয়ে আরেক পা উঠিয়ে কিংবা এক পায়ের পাতা বিছিয়ে আরেক পা বের করে অথবা উভয় পা বের করে বা অন্য যে কোনো পদ্ধতিতে যমিনে বসতে পারে এবং যমিনে সিজদাও করতে পারে তার জন্যও চেয়ারে বসে নামায পড়া জায়েয নয়। সে যেভাবে সম্ভব বসেই যমিনে সিজদা করে নামায আদায় করবে এবং কিয়াম ও রুকুও যথানিয়মে আদায় করবে। পুরোপুরি সুন্নত তরিকায় তাশাহহুদের সুরতে বসতে না পারার অজুহাতে তার জন্য চেয়ারে বসে নামায পড়ার কোনো সুযোগ নেই। এমন ব্যক্তি যমিনে সিজদা না করে চেয়ারে বসে ইশারায় সিজদা করলে তার নামায সহীহ হবে না।

৬. যে ব্যক্তি নামাযে কিয়াম তথা দাঁড়িয়ে নামায আদায় করতে সক্ষম নয়, কিন্তু যমিনে বা সমতলে কোনো না কোনো পদ্ধতিতে বসতে পারে এবং যমিনে সিজদাও করতে পারে, তবে চেয়ারে বসে নামায শুরু করলে সিজদা ও কা‘দা (বৈঠক)-এর জন্য যমিনে নামতে সক্ষম নয় তার জন্যও চেয়ারে বসে নামায পড়া জায়েয নয়। এমন ব্যক্তি যেহেতু সমতলে বসে সিজদার ফরয আদায় করতে সক্ষম তাই শুরু থেকেই সে যমিনে বা সমতলে বসে যথানিয়মে সিজদা করে নামায আদায় করবে; নতুবা তার নামায আদায় হবে না।

৭. যে ব্যক্তি নামাযে কিয়াম তথা দাঁড়িয়ে নামায পড়তে সক্ষম, আবার যমিনে বা সমতলে বসতেও পারে এবং যমিনে সিজদাও করতে পারে, কিন্তু নামাযে দাঁড়ানো অবস্থা থেকে বসতে পারে না, তেমনি বসলে আবার দাঁড়াতে পারে না তার জন্যও চেয়ারে বসে পড়া জায়েয নয়। বরং সে পুরো নামায নিচে বসে আদায় করবে, যাতে যথানিয়মে যমিনে সিজদা করতে পারে; নতুবা তার নামায সহীহ হবে না।

নামাযের আংশিক চেয়ারে আদায় করার হুকুম

১. যে ব্যক্তি নামাযে কিয়াম তথা দাঁড়িয়ে নামায পড়তে সক্ষম নয়, কিন্তু যমিনে বা সমতলে কোনো না কোনোভাবে বসতে পারে এবং যমিনে সিজদাও করতে পারে। তার জন্য সিজদা ও কা'দা (বৈঠক) যমিনে বসে যথানিয়মে আদায় করা জরুরি। এমন ব্যক্তি যদি সিজদার সময় চেয়ারে বসে ইশারায় সিজদা আদায় করে তবে তার নামায সহীহ হবে না; বরং এক্ষেত্রে সে পুরো নামাযই যমিনে বসে আদায় করবে। আর সে যদি এক্ষেত্রে সিজদা ও কা'দা (বৈঠক) যমিনে বসে যথানিয়মে আদায় করে কিন্তু কিয়াম ও রুকুর সময় চেয়ারে বসে তবে তার নামায ফাসেদ না হলেও যমিনে বসে আদায় করতে সক্ষম হওয়া সত্ত্বেও চেয়ারে বসার কারণে তার নামায মাকরূহ হবে।

আর এমন ব্যক্তি চেয়ারে বসে নামায শুরু করলে সিজদা ও কা'দা (বৈঠক)-এর জন্য যমিনে নামতে না পারলে তার জন্য কিয়ামের সময় চেয়ারে বসাই নাজায়েয। বরং শুরু থেকেই তার যমিনে বসে নামায পড়া জরুরি; যা একটু আগেই উল্লেখ করা হয়েছে।

২. যে ব্যক্তি কিয়াম করতে সক্ষম এবং দাঁড়ানো থেকে চেয়ারে বসতেও পারে, কিন্তু যমিনে কোনো পদ্ধতিতেই বসতে পারে না- এমন ব্যক্তির জন্য বিধান হল, সে যথা নিয়মে দাঁড়িয়ে নামায শুরু করবে। এরপর স্বাভাবিকভাবে রুকু করতে পারলে রুকুও করবে। তারপর অবশিষ্ট নামায চেয়ারে বসে পড়বে। কিন্তু এক্ষেত্রে কিয়াম করতে সক্ষম হওয়া সত্ত্বেও তার জন্য শুরু থেকেই চেয়ারে বসে নামায পড়া সহীহ নয়।

এখানে উল্লেখ্য যে, যে ব্যক্তি যমিনে সিজদা করতে সক্ষম নয় তার ব্যাপারে হানাফী মাযহাবের প্রসিদ্ধ মত হল, এমন ব্যক্তির উপর দাঁড়িয়ে নামায আদায় করা জরুরি নয়; বরং সে বসে ইশারায় নামায আদায় করতে পারে।

এ বক্তব্যটি যদিও একেবারে দলীলবিহীন নয়, কিন্তু অনেক মুহাক্কিক ফকীহের দৃষ্টিতে এই মাসআলায় দলীলের বিচারে ফিকহে হানাফীর ঐ বক্তব্য বেশি শক্তিশালী, যা ইমাম আবু হানীফা রাহ.-এর শাগরিদ ইমাম যুফার ইবনে হুযাইল রাহ.-এর মাযহাব। আর এটাই বাকি তিন ইমামের (ইমাম মালেক রাহ., ইমাম শাফেয়ী রাহ. এবং ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল রাহ.) মাযহাব। আর তা হল, এমন ব্যক্তি (যে ব্যক্তি যমিনের উপর সিজদা করতে অক্ষম) যদি দাঁড়িয়ে নামায আদায় করতে সক্ষম হয় তাহলে তাকে দাঁড়িয়েই নামায আদায় করতে হবে। আর যেহেতু সে সিজদা করতে অক্ষম তাই সে ইশারায় সিজদা করবে (যদি রুকু করতেও অক্ষম হয় তাহলে রুকুও ইশারায় আদায় করবে)। যমিনে সিজদা করতে অক্ষম হওয়ার কারণে দাঁড়ানোর ফরয ছাড়া যাবে না।

হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মাদ তাকী উসমানী দামাত বারাকাতুহুম তাঁর একটি ফতোয়াতে এই মাসআলার উপর বিশদ আলোচনা করেছেন এবং ‘ফাতহুল কাদীর’ খ. ১ পৃ. ৪৬০, ‘আননাহরুল ফায়েক খ. ১ পৃ. ৩৩৭ এবং ‘ইলাউস সুনান খ. ৭ পৃ. ২০৩ ইত্যাদির বরাতে দালায়েলের আলোকে এই ‘কওল’ (বক্তব্য)-কেই শক্তিশালী বলেছেন যে, কিয়ামের ফরয আদায় থেকে শুধু ঐ ব্যক্তি ছাড় পাবে, যে দাঁড়িয়ে নামায আদায় করতে অক্ষম। সিজদা করতে অক্ষম হওয়ার কারণে কিয়াম না করার ছাড় পাবে না। তিনি সেখানে বিশদভাবে ঐ কথারও খÐন করেছেন যে, ‘শুধু সিজদার জন্য কিয়াম ফরয করা হয়েছে। তাই সিজদা করতে অক্ষম হলেই কিয়াম জরুরি থাকে না।’ তিনি একাধিক দলীল দ্বারা একথা প্রমাণ করেছেন যে, কিয়াম নামাযের একটি স্বতন্ত্র ফরয; তা শুধু সিজদার জন্য নয়।

এমনকি হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ তাকী উসমানী দামাত বারাকাতুহুম ঐ ফতোয়ায় একথাও লিখেছেন যে, যে ব্যক্তি দাঁড়িয়ে নামায শুরু করতে পারে, কিন্তু সিজদার জন্য যমিনে বসার পর আবার দাঁড়াতে তার অনেক কষ্ট হয়, এমন ব্যক্তিও কিয়াম (দাঁড়িয়ে নামায পড়া) একেবারে ছাড়বে না। বরং প্রথম রাকাত দাঁড়িয়ে আদায় করবে। এরপর উঠে দাঁড়াতে কষ্ট হওয়ার কারণে বাকি নামায বসে আদায় করবে।

এর সাথে সাথে হযরত দামাত বারাকাতুহুম এ-ও বলেছেন যে, যমিনের উপর সিজদা করতে অক্ষম কোনো মুসল্লী যদি ফিকহে হানাফীর প্রসিদ্ধ মত অনুযায়ী আমল করে এবং পুরা নামায বসে আদায় করে এবং ইশারায় রুকু-সিজদা করে তাহলে তার নামায ফাসেদ হয়েছে বলব না।

)لأن المسألة من الاجتهاديات، و القول المشهور و إن كان مرجوحا من حيث الدليل و لكنه ليس من الزلات المحضة، فله بعض الأدلة أيضا، مذكور في "مختصر اختلاف العلماء" ج ১ ص(.৩২৫

৩. যে ব্যক্তি কিয়াম ও রুকু করতে সক্ষম এবং সরাসরি যমিনে বা সমতলে কোনো না কোনোভাবে বসতেও পারে, কিন্তু যমিনে সিজদা করতে পারে না, সে তো কিয়াম ও রুকু যথানিয়মেই আদায় করবে। এরপর যমিনে বসে যাবে। ইশারায় সিজদা আদায় করবে এবং তাশাহহুদ যমিনে বসেই আদায় করবে। এমন ব্যক্তি যেহেতু মাটিতে বা সমতলে বসতে পারে তাই তার জন্য যমিনে কা‘দা-এর পরীবর্তে চেয়ারে বসা মাকরূহ তাহরীমী। যা পরিহার করা কর্তব্য।

৪. যে ব্যক্তি নামাযে কিয়াম তথা দাঁড়াতে সক্ষম নয়, কিন্তু যমিনে বা সমতলে কোনো না কোনোভাবে বসতে পারে এবং যমিনে সিজদাও করতে পারে। সে যদি চেয়ারে বসে নামায আদায় করে এবং সিজদার জন্য চেয়ার থেকে নেমে মাটিতে সিজদা আদায় করে তবে এক্ষেত্রে তার সিজদা যথানিয়মে আদায় হলেও কা'দা অর্থাৎ বৈঠক চেয়ারে আদায় করার কারণে নামায মাকরূহ তাহরীমী হবে; যা পরিহার করা কর্তব্য।

পুরো নামায যার জন্য চেয়ারে বসে পড়া জায়েয

যে ব্যক্তি নামাযের কিয়াম, রুকু-সিজদা ও কা'দা (তাশাহহুদের জন্য বসা) কোনোটিই স্বাভাবিকভাবে আদায় করতে সক্ষম নয়; বরং শুধু চেয়ারেই বসতে পারে কেবল এমন অসুস্থ ব্যক্তির জন্য পুরো নামায চেয়ারে বসে আদায় করা জায়েয।

কিন্তু এক্ষেত্রে বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে, এই ব্যক্তি যে কিয়াম, রুকু-সিজদা ও কা'দা (বৈঠক) সবগুলোই যথানিয়মে স্বাভাবিকভাবে আদায় করতে সক্ষম নয় তা বাস্তবসম্মত ও সুপ্রমাণিত হতে হবে। এর জন্য ডাক্তারের পরামর্শের পাশাপাশি কোনো মুফতী সাহেবকে নিজের অবস্থা পুরোপুরি জানিয়ে তার থেকে মাসআলা নিয়ে সে অনুযায়ী আমল করবে। নতুবা নিজে নিজে ভুল সিদ্ধান্ত গ্রহণের কারণে কখনো নামায নাও হতে পারে।

মোদ্দাকথা এই যে, যে ব্যক্তি দাঁড়িয়ে নামায আদায় করতে অক্ষম তার জন্য বিকল্প পদ্ধতি হল, যমিনে বসে তা আদায় করা। আর যে রুকু-সিজদা করতে অক্ষম তার জন্য বিকল্প পন্থা হল, ইশারায় রুকু-সিজদা আদায় করা। আর যে ব্যক্তি যমিনে বসতে অক্ষম তার জন্য যমিনে বসে কা'দা আদায়ের বিকল্প হল চেয়ারে বসা। কেবল প্রথম ও দ্বিতীয় ওযরের কারণে চেয়ারে বসা জায়েয নয়।

চেয়ারে বসে নামাযের ক্ষেত্রে সিজদা আদায়ের পদ্ধতি

যে ব্যক্তি যমিনে সিজদা করতে অক্ষম তার ব্যপারে হুকুম হল, সে ইশারায় সিজদা আদায় করবে। এমন মাযূর ব্যক্তি যদি বাস্তব ওযরেই চেয়ারে বসে নামায আদায় করে তাহলে সেও ইশারায়ই সিজদা করবে। সামনে তখতা বা টেবিল রেখে তাতে সিজদা করবে না। কেননা সিজদার জন্য সামনে টেবিল বা উঁচু বস্তু রাখা এবং তাতে সিজদা করার কোনো বিধান হাদীস দ্বারা প্রমাণিত নয়। অবশ্য এর দ্বারা যেহেতু ইশারার কাজ

হয়ে যায় ফলে নামায আদায় হয়ে যাবে। উল্লেখ্য, ইশারায় সিজদা আদায় করার নিয়ম হল, রুকুর জন্য মাথা যতটুকু ঝোঁকাবে সিজদার জন্য তার চেয়ে একটু বেশি ঝোঁকানো। আর সিজদার জন্য ইশারা করার সময় হাত হাঁটুতেই রাখবে। কেউ কেউ তখন যমিনে সিজদা করার মত হাত চেহারা বরাবর রাখে। এটি ভুল নিয়ম। (আলকাউসার)

যেসব কারণে বসে নামাজ পড়া যাবে

ইসলামের পঞ্চস্তম্ভের দ্বিতীয়টি হলো নামাজ। উম্মতে মুহাম্মাদীর ওপর দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ ফরজ করেছেন আল্লাহ তায়ালা। নামাজের বাহির এবং ভেতরে মোট ১৩টি ফরজ রয়েছে। এর মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ একটি ফরজ হলো দাঁড়িয়ে নামাজ পড়া।
দাঁড়াতে সক্ষম ব্যক্তি বসে নামাজ আদায় করলে তার **নামাজ শুদ্ধ হবে না** বলে অভিমত দিয়েছেন ফুকাহায়ে কেরাম। তবে যে ব্যক্তি **অসুস্থতার কারণে** কিংবা **বয়স বেশি হওয়ার কারণে** দাঁড়াতে অক্ষম সেই ব্যক্তি বসে নামাজ আদায় করতে পারবেন। -(আল-মুগনী, ১/৪৪৩)

বিজ্ঞাপন

কোরআন ও হাদিসের আলোকে আলেমগণ বেশ কিছু কারণে **বসে নামাজ পড়াকে** জায়েজ বলেন। পাঠকের জন্য বসে নামাজ পড়া জায়েজের কারণগুলো তুলে ধরা হলো-

১) **কোনো অসুস্থতা বা বিশেষ কোনো কারণে দাঁড়াতে অক্ষম হওয়া**।

২) **রোগ বেড়ে যাওয়া**।

৩) দাঁড়িয়ে নামাজ পড়লে বাস্তবিকভাবেই আরোগ্য লাভ বিলম্বিত হওয়ার আশঙ্কা থাকলে।

৪) অসুস্থতার কারণে দাঁড়িয়ে নামাজ পড়লে এতোটা কষ্ট হয় যে এতে **নামাজের খুশু-খুজু নষ্ট** হয়ে যায়। যদি এর থেকে কম কষ্ট হয় তাহলে বসে নামাজ পড়া জায়েজ হবে না।

হাদিসে এসেছে রাসুল (সা.) বলেন, ‘দাঁড়িয়ে নামাজ পড়ো, যদি না পারো তাহলে বসে নামাজ পড়ো, যদি তাও না পারো, তাহলে ইশারা করে নামাজ আদায় করো। (বুখারি, হাদিস : ১০৫০)

হজরত আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুব অসুস্থ হয়ে পড়লেন। এমন সময় একদিন বিলাল (রা.) নামাজ আদায়ের জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ডাকতে আসলেন। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আবু বকরকে নামাজ পড়াতে বলো। ফলে আবু বকর (রা.) সে কয়দিনের নামাজ আদায় করালেন।

অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন একটু সুস্থতা মনে করলেন। তিনি দু' সাহাবীর কাঁধে ভর দিয়ে দু'পা মাটির সাথে হেঁচড়িয়ে নামাজের জন্যে মসজিদে আসলেন। মসজিদে প্রবেশ করলে আবু বকর (রা.) রাসূলের আগমন টের পেলেন ও পিঁছু হটতে আরম্ভ করলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা দেখে সেখান থেকে সরে না আসার জন্য আবু বকর (রা.)-কে ইঙ্গিত করলেন। এরপর তিনি আসলেন এবং আবু বকর (রা.)-এর বাম পাশে বসে গেলেন। আর আবু বকর (রা.) দাঁড়িয়ে নামাজ আদায় করছিলেন। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বসে বসে নামাজ আদায় করলেন। (বুখারী ৬৮৭-৭১৩, মুসলিম ৪১৮)

ইমরান বিন হুসাইন (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন: 'আমার অর্শ রোগ ছিল। সে প্রসঙ্গে আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নামাজের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করেছিলাম। তিনি বললেন: তুমি দাঁড়িয়ে নামাজ পড়বে; যদি দাঁড়াতে না পার তাহলে বসে পড়বে। যদি বসতে না পার তাহলে কাত হয়ে শুয়ে নামায পড়বে। -(সহিহ বুখারি, ১০৬৬)

ইমরান (রা.)-এর হাদিস প্রমাণ করে, যে ব্যক্তি কোনো অসুস্থতা ও বিশেষ কোনো কারণে সে দাঁড়াতে পারে না; তার জন্য বসে নামাজ পড়া জায়েজ এবং যে ব্যক্তির এমন কোন ওজর ঘটেছে যার কারণে সে বসতে পারে না; তার জন্য কাত হয়ে শুয়ে নামাজ পড়া জায়েজ। - (নাইলুল আওতার ৩/২৪৩, মাজমুউল ফাতাওয়া, ৮/৪৩৭)

বসে নামাজ পড়ার নিয়ম :

যে ব্যক্তি দাঁড়িয়ে নামাজ পড়তে অক্ষম, সে বসে বসে রুকু-সিজদা আদায় করে নামাজ পড়বে। বসে নামাজ পড়ার সময় তাশাহহুদের মতো করে বসবে। (মুসান্নাফে ইবনে আবি শায়বা : ২/৫২৭)

বসে রুকু-সিজদা আদায়কারী নামাজে রুকুর তুলনায় সিজদায় সামান্য বেশি ঝুঁকবে। না হয় তার নামাজ শুদ্ধ হবে না। (তিরমিজি, হাদিস : ৩৭৬)
বসে সিজদা করার জন্য কোনো জিনিস ওপরে তোলা এবং সেটাতে সিজদা করা— এসবের প্রয়োজন নেই। (সুনানে কুবরা, হাদিস : ৩৮১৯; মুসান্নাফে ইবনে আবি শায়বা ১/২৭৩, -ইসলাম সুয়ালুন ওয়া জওয়াব)

জামাতে নামাজ আদায়ের ক্ষেত্রে চেয়ারে বসে পড়ার বিধান

যদি কেউ দাড়াতে পারেন,তবে রুকু সেজদা করতে পারেন না,তবে উনি দাড়িয়েই নামায শুরু করবেন।অতঃপর দাড়িয়েই ইশারায় রুকু-সেজদা ও বৈঠক করে নামাযকে সমাপ্ত করবেন।এটা ইমাম যুফার রাহ সহ অন্যান্য তিনো মাযহাবের অভিমত।দারুল উলূম করাছির সর্বশেষ সিদ্ধান্ত এটাই।তবে যদি কেউ দাড়িয়ে ইশারা করার পরিবর্তে বসে বসে ইশারা করে নামায পড়ে ফেলে তাহলে তার নামাযও ফাসেদ হবে না।বরং তার নামাযও হবে।যদিও সেটা অনুত্তম হিসেবে বিবেচিত হবে।

যদি কোনো ব্যক্তি রুকু সেজদায় যেতে পারে,কিন্তু রুকু সেজদা থেকে উঠতে না পারে।তাহলে এমন ব্যক্তির জন্য প্রথম রাকাত দাড়িয়ে পড়ার পর পরবর্তী রা'কাত সমূহ বসে পড়ার অনুমোদন রয়েছে।

অক্ষম ব্যক্তিদের জন্য চেয়ারে বসে নামায পড়ার চেয়ে মাঠিতে বসে নামায পড়াই শ্রেয়।
হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ তাকী উসমানী দামাতবারকাতুহুম তার সদ্য লেখা এ ফতওয়ায় চেয়ারে বসেনামায আদায় করার ক্ষতির দিকগুলো আলোচনাকরতে গিয়ে বলেন, ‘জমিনে বসে নামায আদায় করার শক্তি থাকা সত্ত্বেও চেয়ারে বসার যে প্রচলন দেখা যায় তাতে বিভিন্ন দিক থেকে আপত্তি রয়েছে।

চেয়ারে বসে ইশারায় সিজদা করা ব্যাক্তি কি ইমামতি করতে পারবে?

জামাতেই নামাজ পড়বেন। যদি চেয়ারে বসে সালাত আদায় করেন তথাপি জামাতে সালাত আদায়ের জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করতে হবে।

তবে একাকী বাসায় নামাজ পড়লে নামাজ হবে কিন্তু জামাতের ফজিলত থেকে মাহ্রুম হবে।

২. যে ব্যক্তি বসে সমতলে রুকু সেজদা করে, তার পিছনে দাড়িয়ে রুকু সেজদা করতে সক্ষম ব্যক্তিদের নামায শুদ্ধ হয়ে যায়। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মৃত্যুর পূর্বে অসুস্থ্যতার সময় বসে সাহাবায়ে কেরামগণকে নামায পড়িয়েছেন।

কিন্তু ইমাম যদি সিজদা ইশারায় করেন। তাহলে তার জন্য ক্বিয়াম ও রুকু-সিজদায় সক্ষম ব্যক্তিদের ইমামতি করা জায়েয নয়।

সুতরাং চেয়ারে বসে ইশারায় রুকু সিজদা আদায়কারী ইমামের পিছনে রুকু-সিজদায় সক্ষম ব্যক্তিদের ইক্বতিদা করা জায়েয নেই।

গর্ভাবস্থায় বসে সালাত আদায়

হাদীস শরীফে এসেছেঃ

হযরত ইমরান ইবনে হুসাইন রাযি থেকে বর্ণিত,তিনি বলেন,

عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: كَانَتْ بِي بَوَاسِيرُ، فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الصَّلاَةِ، فَقَالَ: «صَلِّ قَائِمًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ»

আমার একবার অর্শগেজ হয়ে গেলো।আমি এমন অবস্থায় রাসূলুল্লাহ সাঃ এর নিকট নামায পড়ার পদ্ধতি সম্পর্কে জানতে জিজ্ঞাসা করলাম।তখন তিনি প্রতিউত্তরে বললেন,তুমি দাড়িয়ে নামায পড়বে,তারপর দাড়ানো সম্ভব না হলে বসে বসে নামায পড়বে।যদি বসেও সম্ভব না হয় তাহলে হেলান দিয়ে নামায আদায় করবে।(সহীহ বোখারী-১১১৭)

ফাতাওয়ায়ে হিন্দিয়ায় বর্ণিত রয়েছে,

ولو كان قادرا على بعض القيام دون تمامه يؤمر بأن يقوم قدر ما يقدر

যদি কেউ নামাযে কিছু সময় কিয়াম করার পর অক্ষম হয়ে যায়,এবং এরপর আর দাড়াতে সক্ষম না হয়,তাহলে তার জন্য হুকুম হল যে, সে নামাযে ততটুকুই দাড়াবে যতটুকু তার জন্য সম্ভব হবে।(ফাতাওয়ায়ে হিন্দিয়া-১/১৩৬)

তারপর উল্লেখ করা হয়,

وإن عجز عن القيام والركوع والسجود وقدر على القعود يصلي قاعدا بإيماء ويجعل السجود أخفض من الركوع، كذا في فتاوى قاضي خان حتى لو سوى لم يصح، كذا في البحر الرائق.

যদি কেউ নামাযে কিয়াম,রুকু,সিজদা করতে অক্ষম থাকে,কিন্তু সে আবার বসে বসে পড়তে সক্ষম হয়,তাহলে তার জন্য হুকুম হল যে,;সে বসে বসে ইশারায় নামায পড়বে।এবং সেজদার সময় মাথাকে রুকু থেকে একটু বেশী নিচু করবে।(ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)তবে যদি কেউ রুকু এবং সেজদার সময়ে মাথাকে সমান করে রাখে তাহলে তার নামাযই বিশুদ্ধ হবে না।(বাহরুর রায়েক্ব)

দুজন বিজ্ঞ মুসলমান ডাক্তার যখন থেকে রুকু সিজদা থেকে বারণ করবে, তখন থেকেই মূলত ইশারার মাধ্যমে রুক সিজদা করা লাগবে। আর দাড়ানোতে যেহেতু গর্ভের কোনো ক্ষতি হচ্ছে না, তাই প্রতি রাকাতে দাড়াতে হবে।

এক্ষেত্রে সময় নিয়ে দাড়াতে এবং বসা লাগলেও নামাজের ক্ষতি হবেনা।

দাঁড়িয়ে কিরাআত পাঠ কর রুকু সেজদাহ এর সময় চেয়ারে বসে নামাজ আদায় করতেও পারবে।

,

যখন আর দাড়িয়ে নামাজ পড়া সম্ভব না হবে,তখন বসে আদায় করবেন।

চেয়ারে বসে নামাজ আদায়কারী মুক্তাদির ইমাম কোথায় দাড়াবেন

আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত হাদিসে এসেছে, তিনি বলেন,

صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ، فَأَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِرَأْسِي مِنْ وَرَائِي، فَجَعَلَنِي عَنْ يَمِينِهِ، فَصَلَّى

একরাতে আমি নবী ﷺ-এর সঙ্গে নামায আদায় করতে গিয়ে তাঁর বামপাশে দাঁড়ালাম। তিনি আমার মাথার পেছনের দিক ধরে তাঁর ডানপাশে নিয়ে এলেন। তারপর নামায আদায় করলেন....। (বুখারী ৬৯০)

বারা ইবনু 'আযিব হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন-

كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – أَحْبَبْنَا أَنْ نَكُونَ عَنْ يَمِينِهِ ، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ حِينَ انْصَرَفَ: "رَبِّ قِنِي عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ عِبَادَكَ."

অর্থ- আমরা যখন রাছূলুল্লাহ সাঃ এর পিছনে সালাত আদায় করতাম, তখন আমরা তাঁর ডানদিকে দাঁড়াতে পছন্দ করতাম। ছালাম ফিরানোর পর আমি তাঁকে বলতে শুনেছি "রাব্বী ক্বীনী 'আযাবাকা ইয়াওমা তাব'আছু 'ইবাদাকা" (অর্থ- হে আমার প্রতিপালক! যে দিন তুমি তোমার বান্দাহ্দেরকে বিচারের জন্য উঠাবে, সেদিন আমাকে তোমার 'আযাব হতে রক্ষা করো)।

(আবু দাউদ নাসায়ী।

'আব্দুল্লাহ ইবনু 'আব্বাছ হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন-

بِتُّ عِنْدَ خَالَتِي، فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ ، فَقُمْتُ أُصَلِّي مَعَهُ ، فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ ، فَأَخَذَ بِرَأْسِي فَأَقَامَنِي عَنْ يَمِينِهِ.

অর্থ- একদা আমি আমার খালার (উম্মুল মু'মিনীন মাইমূনাহ এর) নিকট রাত্রি যাপন করি। রাছূলুল্লাহ 1 উঠে রাতের সালাত পড়তে লাগলেন, আমিও উঠে গেলাম তাঁর সাথে নামায পড়তে এবং গিয়ে তাঁর বাম পাশে দাঁড়ালাম। তিনি আমার মাথায় ধরে (আমাকে তাঁর পিছন দিকে ঘুরিয়ে) ডান পাশে এনে দাঁড় করালেন।

(বুখারী মুসলিম)

ইমাম একজন মুক্তাদি নিয়ে নামাজ পড়ার ক্ষেত্রে, মুক্তাদি যদি চেয়ারে বসে নামাজ আদায়কারী হন, তবে ইমাম পায়ের স্থান অনুযায়ী দাঁড়াবেন।
মুক্তাদীকে ডান পাশে রেখে মুক্তাদীর পায়ের স্থান থেকে একটু সামনে এগিয়ে ইমাম দাঁড়াবেন।

পবিত্রতা ধরে রাখতে সমস্যা হলে বসে নামাজ পড়া যাবে কিনা

কোনো অসুস্থ ব্যক্তি শরয়ীভাবে মা'যুর প্রমাণিত হওয়াজ জন্য শর্ত হলো,
شرط ثبوت العذر ابتداء أن يستوعب استمراره وقت الصلاة كاملا وهو الأظهر كالانقطاع لا يثبت ما لم يستوعب الوقت كله-

শরয়ীভাবে মা'যুর প্রমাণিত হওয়ার জন্য কোনো নামাযের শুরু থেকে শেষ ওয়াক্ত পর্যন্ত উযর স্থায়ী থাকা শর্ত।(ফাতাওয়ায়ে হিন্দিয়া-১/৪০)

সুতরাং যদি কোনো একদিন কোনো একটি নামাযের সম্পূর্ণ ওয়াক্ত আপনার এমনভাবে অতিবাহিত হয় যে,বায়ু উযরের কারণে ফরয নামায পড়া আপনার জন্য সম্ভবপর না হয়,তাহলে আপনি মা'যুর। অন্যথায় শরয়ী ভাবে মা'যুর প্রমাণিত হবেন না।

কেউ শরয়ীভাবে মা'যুর প্রমাণিত হলে,তার জন্য প্রতি ওয়াক্তে একটি ওজুই যথেষ্ট।আর শরয়ীভাবে মা'যুর প্রমাণিত না হলে,তখন প্রতি নামাযের জন্য পৃথক পৃথক ওজু করতে হবে।নামাযে যখনই ওজু চলে যাবে,তখন আবার ওজু করে নামাযকে পড়তে হবে।

মা'যুরের বিধান সম্পর্কে জানতে ভিজিট করুন- 1746

কিন্তু যদি উযর কখনো কমে আসে,সারা ওয়াক্ত ব্যাপী না থাকে,বরং কমপক্ষে এতটুকু সময় পাওয়া যায় যে,উক্ত ওয়াক্তের ফরয সুন্নত নামায পড়া যায়,তাহলে তখন ঐ ব্যক্তি মা'যুর হিসেবে গণ্য হবে না।সুতরাং তখন হুকম হলো,প্রয়োজন হলেও বারবার ওজু করে নামাযকে সম্পন্ন করবে।

সুতরাং,

যখন আপনার এ রোগ কমে আসবে,তখন আপনি প্রয়োজনে বারংবার অজু করে ঐ নামাযকে সম্পন্ন করবেন।অজুকে ধরে রাখার কৌশল হিসেবে প্রয়োজনে চেয়ারে বসে নামায পড়তে পারেন।

মা'যুর অবস্থায় এক অজু দ্বারা এক ওয়াক্তের ভিতর যত সম্ভব নামায পড়া যাবে,এবং অন্যান্য ইবাদত যেমন কুরআন তিলাওয়াত ইত্যাদিও করা যাবে।

যদি কারো পূর্ব থেকেই অজু থাকে,এবং পরবর্তীতে সন্দেহ হয় যে,অজু রয়েছে কি না?তাহলে এমতাবস্থায় অজু রয়েছে বলেই ধরে নেয়া হবে।তবে যদি কারো পূর্ব থেকে না থাকে,এবং পরবর্তীতে সন্দেহ হয় যে,অজু করেছি কি না? তাহলে অজু নেই বলেই ধরে নেয়া হবে।কেননা ফিকহের উসূল হল,ইয়াকিন বিশ্বাস সন্দেহ দ্বারা দূরবিত হয় না।

হাতে প্লাস্টার থাকা অবস্থায় নামাজ পড়ার বিধান

শরীয়তের বিধান হলোঃ নামাজি অসুস্থ হলে এবং দাঁড়াতে অপারগ হলে তাকে চতুষ্পদ (চারজানু) হয়ে বসে অথবা তাশাহহুদের বৈঠকের ন্যায় বসে নামাজ আদায় করতে হবে।
যদি বসেও আদায় করতে অক্ষম হয় তবে ডান পার্শ্বের উপর ভর দিয়ে। তাও যদি কষ্টকর হয় তবে বাম পার্শ্বের উপর ভর দিয়ে নামাজ আদায় করতে হবে।
এ ভাবেও যদি নামাজ পড়তে সক্ষম না হয়, তবে কিবলার দিকে পা দিয়ে চিত হয়ে শুয়ে মাথা দ্বারা বুকের দিকে ইশারা করে রুকু ও সিজদা আদায় করবে। তবে সিজদার সময় রুকুর চেয়ে একটু বেশি মাথা ঝুকাবে।

সর্বোপরি জ্ঞান থাকা পর্যন্ত কোনো নামাজির নামাজ মাফ হবে না। অসুস্থ ব্যক্তি তার সুবিধা মতো নামাজ আদায় করবে। হাদিসে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অসুস্থ ব্যক্তির নামাজের বিবরণ দিয়েছেন-

عن عمران بن حصين رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((صلِّ قائمًا، فإن لم تستطع فقاعدًا، فإن لم تستطع فعلى جنب

رواه البخاري في أبواب تقصير الصلاة، باب إذا لم يُطِقْ قاعدًا 1/ 376 (1066)

হজরত ইমরান ইবনে হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমার অর্শ্ব রোগ ছিল, তাই এ অবস্থায় কিভাবে নামাজ আদায় করবো তা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন, 'দাঁড়িয়ে নামাজ আদায় কর, যদি না পার তবে বসে কর, তাও যদি না পার তাহলে এক পার্শ্বের উপর আদায় কর।' (বুখারি ১/৩৭৬)

যে ব্যক্তি ইশারায় রুকু-সিজদা করবে, সে রুকু থেকে সিজদাতে সামান্য বেশি ঝুঁকবে। অন্যথায় নামাজ সহিহ হবে না। (তিরমিজি, হাদিস নং: ৩৭৬)

চেয়ারে বসে নামায পড়া সংক্রান্ত মাসায়েল ও বিধিবিধান

ফাতাওয়া (৮/৪৩৭) থেকে সমাপ্ত]

উপরোক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে যেই ব্যক্তি দাঁড়াতে সক্ষম হওয়া সত্ত্বেও বসে নামায পড়ে তার নামায বাতিল।

দুই:

এ বিষয়ে সতর্ক থাকা বাঞ্চনীয়: যে ব্যক্তি দাঁড়ানো ত্যাগ করার ক্ষেত্রে ওজরগ্রস্ত; তার এই ওজর তার জন্য রুকু-সেজদাকালে চেয়ারে বসাকে বৈধ করবে না।

নামাযের ওয়াজিবসমূহের ক্ষেত্রে বিধি হলো: মুসল্লি যতটুকু করার সক্ষমতা রাখেন ততটুকু করা তার উপর ওয়াজিব। আর যা করতে অক্ষম ততটুকু তার উপর থেকে মওকুফ হবে।

যে ব্যক্তি দাঁড়াতে অক্ষম তার জন্য দাঁড়ানোর সময় চেয়ারে বসা জায়েয হবে; সে রুকু-সিজদা সঠিক কাঠামোতে আদায় করবে। আর যদি দাঁড়াতে সক্ষম হয়; কিন্তু রুকু-সেজদা দিতে কষ্ট হয়; তাহলে দাঁড়িয়ে নামায পড়বে, এরপর রুকু-সেজদাকালে চেয়ারে বসবে। এবং সেজদাকালে মাথাকে রুকুর চেয়ে বেশি নোয়াবে।

দেখুন: 9307 নং প্রশ্নোত্তর।

ইবনে কুদামা আল-মাক্বদিসি বলেন:

"যে ব্যক্তি দাঁড়াতে সক্ষম, রুকু কিংবা সেজদা দিতে অক্ষম: তার জন্য দাঁড়ানো মওকুফ হবে না। সে ব্যক্তি দাঁড়িয়ে নামায পড়বে। ইশারাতে রুকু করবে। এরপর বসবে এবং ইশারাতে সেজদা করবে। এটি ইমাম শাফেয়ি বলেছেন...। আল্লাহ্ তাআলার এ বাণী: *"আর আল্লাহ্‌র প্রতি বিনয়বনত হয়ে দাঁড়াও"*। এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী: "*তুমি দাঁড়িয়ে নামায পড়বে*'-র প্রেক্ষিতে। তাছাড়া যে ব্যক্তির দাঁড়ানোর

সক্ষমতা আছে তার জন্য এটি রুকন (আবশ্যকীয় কাঠামো)। তাই তেলাওয়াতের মত এটি পালন করা আবশ্যকীয়। অন্য কোনটি পালনে অক্ষম হওয়া এটি মওকুফ হওয়াকে অনিবার্য করে না; যেমনিভাবে কেউ যদি তেলাওয়াত করতে অক্ষম হয়।"[আল-মুগনী (১/৪৪৪) থেকে সংক্ষেপে সমাপ্ত]

শাইখ আব্দুল আযিয বিন বায (রহঃ) বলেন:

যে ব্যক্তি ভূমিতে বসে বা চেয়ার বসে নামায পড়ে তার উপর আবশ্যক হলো: তার সেজদাকে রুকুর চেয়ে নীচু করা। সুন্নাহ হলো: রুকুর সময় সে তার হাতদ্বয় তার হাঁটুর উপর রাখবে। আর সেজদা অবস্থায় ওয়াজিব হলো: সক্ষম হলে হাতদ্বয় ভূমিতে রাখা। আর সক্ষম না হলে হাতদ্বয় হাঁটুর উপর রাখা। যেহেতু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে সাব্যস্ত হয়েছে যে, তিনি বলেন: *"আমাকে আদেশ দেয়া হয়েছে সাতটি হাড্ডির উপর সেজদা করতে: কপাল, তিনি নাকের দিকে ইশারা করেন, হাতদ্বয়, হাঁটুদ্বয় এবং পায়ের আঙ্গুলের উপর।"*

যে ব্যক্তি এভাবে করতে অক্ষম হওয়ায় চেয়ারে বসে নামায আদায় করে তাতে কোন আপত্তি নেই। দলিল হলো আল্লাহ্ তাআলার বাণী: *"তোমরা আল্লাহকে সাধ্যানুযায়ী ভয় কর"।* এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী: *"আমি যখন তোমাদেরকে কোন আদেশ করি তখন তোমরা সাধ্যানুযায়ী সেটি পালন কর।"*[সহিহ বুখারী ও সহিহ মুসলিম][ফাতাওয়া বিন বায (১২/১৪৫, ১৪৬)]

তিন:

চেয়ার কাতারে রাখা: আলেমগণ উল্লেখ করেছেন যে, যে ব্যক্তি বসে নামায পড়ে তার ক্ষেত্রে ধর্তব্য হলো: তার নিতম্ব কাতারের সমান্তরালে হওয়া; কাতার থেকে আগে বা পিছে না হওয়া। কেননা এটাই হলো সেই স্থান যেখানে তার দেহ স্থিতিশীল হয়।

দেখুন: আসনাল মাতালিব (১/২২২), তুহফাতুল মুহতাজ (২/১৫৭), শারহু মুনতাহাল ইরাদাত (১/২৭৯)।

আল-মাওসুআ আল-ফিকহিয়্যাতে (৬/২১) এসেছে:

"ইক্বতিদা শুদ্ধ হওয়ার জন্য শর্ত হলো (অর্থাৎ ইমামের পেছনে মোক্তাদির ইক্বতিদা): মোক্তাদি দাঁড়ানোর ক্ষেত্রে ইমামের অগ্রবর্তী না হওয়া; এটি জমহুর ফিকাহবিদ (হানাফি, শাফেয়ি ও হাম্বলি) এর অভিমত।

অগ্রবর্তী হওয়া বা না-হওয়ার ক্ষেত্রে ধর্তব্য হলো: দণ্ডায়মান ব্যক্তির পায়ের গোড়ালি; আর তা হলো পায়ের পাতার পশ্চাদ্ভাগ; টাকনু নয়। যদি পায়ের গোড়ালি সমান্তরালে

হয়; কিন্তু মোক্তাদির আঙ্গুল লম্বা হওয়ায় সামনে চলে যায়; এতে অসুবিধা নেই...। আর উপবিষ্টের ক্ষেত্রে ধর্তব্য হলো নিতম্ব। আর শয়নরত ব্যক্তির ক্ষেত্রে তার পার্শ্বদেশ।"[সমাপ্ত]

তাই মুসল্লি যদি নামাযের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত চেয়ারে বসে নামায পড়েন তাহলে তিনি তার বসার স্থানকে কাতারের সমান্তরাল করবেন।

যদি তিনি দাঁড়িয়ে নামায পড়েন; কিন্তু রুকু ও সেজদাকালে বসেন; এ সম্পর্কে আমরা ফাযিলাতুশ শাইখ আব্দুর রহমান আল-বার্‌রাককে জিজ্ঞেস করেছি: তিনি বলেন: ধর্তব্য হবে দাঁড়ানো অবস্থা। অতএব, সেই ব্যক্তি দাঁড়ানো অবস্থাকে কাতারের সমান্তরাল করবেন। এই অভিমতের ভিত্তিতে তখন চেয়ার কাতারের পেছনে থাকবে। তবে এমন স্থানে হওয়া উচিত যাতে করে পেছনের মুসল্লিরা কষ্ট না পায়।

আল্লাহ তাআলাই সর্বজ্ঞ।

যারা মসজিদে চেয়ারে বসে নামায পড়েন

নামাযে ক্বিয়াম বা দাঁড়ানো নামাযের একটি রুকন। শরিয়ত অনুমোদিত ওজর ছাড়া যে ব্যক্তি নামাযের তাকবীরে তাহরীমার শুরু থেকে সালাম ফেরানো পর্যন্ত দাঁড়াবে না তার নামায বাতিল। আল্লাহ্‌তাআলা বলেন: "তোমরা আল্লাহ্‌র জন্য বিনয়াবনত হয়ে দাঁড়াও"[সূরা বাক্বারা; ২:২৩৮]

'দাঁড়ানোটা' নামাযের রুকন হওয়া ফরয নামাযের জন্য খাস। নফল নামাযে দাঁড়ানো ওয়াজিব নয়। বরং বসে নামায পড়া জায়েয। কেউ যদি বসে নামায পড়ে তাহলে সে ব্যক্তি অর্ধেক সওয়াব পাবে।

'দাঁড়ানোটা' ফরয নামাযের সাথে খাস হওয়ার দলিল হল নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদিস: "তুমি দাঁড়িয়ে নামায পড়" ।[সহিহ বুখারী (১০৬৬)]

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর সওয়ারীর ওপর নফল নামায পড়তেন। যখন ফরয নামায পড়তে চাইতেন তখন তিনি সওয়ারী থেকে নেমে যেতেন।[সহিহ বুখারী (৯৫৫) ও সহিহ মুসলিম (৭০০)] তিনি এটি করতেন দাঁড়ানোর রুকন আদায় করা ও কিবলামুখী হওয়ার জন্য।

কারো দাঁড়ানোর সক্ষমতা থাকার পরেও সে যদি বসে নফল নামায আদায় করে তাহলে সে ব্যক্তি দাঁড়িয়ে নামায আদায়কারীর অর্ধেক সওয়াব পাবে। যেহেতু আব্দুল্লাহ্‌বিন আমর (রাঃ) এর হাদিসে এসেছে: "তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্‌সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়া সাল্লামকে বললাম: ইয়া রাসূলুল্লাহ্! আমাকে হাদিস বলা হয়েছে যে, আপনি বলেছেন বসে নামায আদায়কারী অর্ধেক সওয়াব পাবে। কিন্তু আপনি তো বসে নামায আদায় করেন। তিনি বললেন: ঠিকই। কিন্তু আমি তোমাদের কারো মত নই।"[ইমাম মুসলিম (৭৩৫) বর্ণিত হাদিসের অংশবিশেষ]

ইমাম নববী এই হাদিসের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন: "এ হাদিসকে দাঁড়ানোর সক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও বসে বসে নফল নামায পড়ার অর্থে বুঝতে হবে। এমন নামাযী দাঁড়িয়ে নামায আদায়কারীর অর্ধেক সওয়াব পাবেন। পক্ষান্তরে, যদি দাঁড়াতে অক্ষম হওয়ার কারণে বসে নামায পড়েন সেক্ষেত্রে তার সওয়াব কম হবে না। বরং সে ব্যক্তি দাঁড়িয়ে নামায আদায়কারীর সমপরিমাণ সওয়াব পাবেন। আর দাঁড়াতে সক্ষম ব্যক্তি বসে বসে ফরয নামায আদায় করলে তার নামায শুদ্ধ হবে না। সুতরাং সে কোন সওয়াব পাবে না। বরং তার গুনাহ হবে।"[শারহু মুসলিম (৬/২৫৮)]

উপরোক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে আমরা চেয়ারে বসে নামায আদায়কারী সেসব মুসল্লিগণকে বলব যারা ফরয নামাযের জন্য দাঁড়ান না: যদি আপনাদের দাঁড়ানোর মত সক্ষমতা থাকে তাহলে বসে বসে নামায আদায় করা আপনাদের জন্য জায়েয হবে না; যদি না আপনাদের এমন কষ্ট হয় যার ফলে ক্ষতি হতে পারে। সামান্য কষ্ট কোন ওজর নয়।

যে রোগী দাঁড়ালে বসতে পারেন না, বসলে দাঁড়াতে পারেন না তার নামায পড়ার পদ্ধতি

হল: সে তার গোটা নামায দাঁড়িয়ে থেকে আদায় করবেন। সেজদার জন্য রুকুর চেয়ে নীচু হয়ে ইশারা করবেন।”[সমাপ্ত]

আর যদি কেউ দাঁড়াতে অক্ষম হয় তাহলে সে ব্যক্তি বসে বসে নামায আদায় করবেন, রুকু-সেজদা ইশারা করে আদায় করবেন। যদি মাটির উপর সেজদা দিতে সক্ষম হয় তাহলে মাটির উপর সেজদা দেওয়াই তার উপর ফরয।

ইবনে কুদামা তাঁর “আল-মুগনী” গ্রন্থে (২/৫৭০) বলেন:

“আলেমগণ এই মর্মে ইজমা করেছেন যে, যে ব্যক্তি দাঁড়াতে পারে না সে ব্যক্তি বসে বসে নামায আদায় করবেন।”[সমাপ্ত]

মালেকি মাযহাবের ইমাম "আদ-দুসুকি" এর হাশিয়াতে (২/৪৭৫) এসেছে: "দাঁড়াতে অক্ষম ব্যক্তি বসে বসে নামায আদায় করবেন; রুকু-সেজদাও বসে বসে করবেন।"[সমাপ্ত]

তিন:

যদি কোন অসুস্থ ব্যক্তির অবস্থা এমন হয় যে, সে ব্যক্তিকে হয় গোটা নামায দাঁড়িয়ে পড়তে হয় কিংবা গোটা নামায বসে পড়তে হয়; তাহলে এমন ব্যক্তি গোটা নামায বসে বসে পড়বেন।

এর দলিল হল: শরিয়ত কিছু কিছু অবস্থায় কিয়ামের আমলকে মওকুফ করেছেন; যেমন- নফল নামাযের ক্ষেত্রে, দাঁড়াতে সক্ষম যে ব্যক্তি এমন কোন ইমামের পিছনে নামায পড়ছেন যিনি অসুস্থতার কারনে বসে বসে নামায পড়াচ্ছেন; সে ক্ষেত্রে তিনি কিয়াম বাদ দিয়ে তার ইমামের মত বসে বসে নামায পড়বেন।

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া (রহঃ) বলেন: "কিয়ামটা একটি হালকা রুকন; যা সব ধরণের নফল নামাযের ক্ষেত্রে বাদ পড়ে যায় এবং ফরয নামাযেরও কিছু কিছু জায়গায় বাদ পড়ে যায়।"[শারহুল উমদা থেকে (৪/৫১৫) সমাপ্ত]

যদি দাঁড়ানো ও বসা দুটো সাংঘর্ষিক হয়ে পড়ে তাহলে বসাটা আদায় করা অগ্রগণ্যতা পাবে। বিশেষতঃ সে ব্যক্তি বসার মাধ্যমে নামাযের আরও অন্যান্য রুকন আদায় করতে পারে; যেমন- সেজদা, সেজদার জন্য বসা, দুই সেজদার মাঝখানে বসা এবং তাশাহুদের জন্য বসা। এজন্য বসে নামায পড়া দাঁড়িয়ে নামায পড়ার উপর অগ্রগণ্য পেয়েছে।

আল্লাহ্‌ই সর্বজ্ঞ।

হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে নামাজ আদায়

মানুষের সাধ্যের বাইরে কোনো কিছু ইসলাম চাপিয়ে দেয়নি। কারণ, ইসলাম সহজাত, জীবনঘনিষ্ঠ ও স্বভাবজাত ধর্ম। আল্লাহর দেওয়া সব বিধানের মধ্যে নামাজ সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। অসুস্থ হলেও নামাজ আদায় করতে হয়। তবে সে ক্ষেত্রে ইসলাম কিছুটা অবকাশ দিয়েছে।

সক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও বসে নামাজ পড়ার বিধান

ইসলাম অসুস্থের জন্য বিকল্প ব্যবস্থা রেখেছে। ভিন্ন পদ্ধতিতে নামাজ আদায়ের সুযোগ দিয়েছে। তবে এর জন্য বিশেষ নীতিমালা রয়েছে। দাঁড়াতে ও সিজদা করতে সক্ষম— এমন ব্যক্তির জন্য নামাজে কিয়াম বা দাঁড়ানো ফরজ।

দাঁড়াতে বা সিজদা আদায়ে সক্ষম হওয়া সত্ত্বেও যদি কেউ ফরজ-ওয়াজিব নামাজ বসে আদায় করে, তবে নামাজের ফরজ ছেড়ে দেওয়ার কারণে তার নামাজ হবে না। নামাজ পুনরায় পড়তে হবে। (দুররে মুখতার, জাকারিয়া বুক ডিপো : ২/১৩২)

হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে নামাজ আদায়

সিজদা করতে সক্ষম ব্যক্তি যদি নামাজের কিছু অংশে দাঁড়াতে সক্ষম হয় এবং পুরো সময় দাঁড়িয়ে থাকতে অপারগ থাকে, তবে যেটুকু সময় দাঁড়াতে পারবে, তা কোনো লাঠি বা দেয়ালের সঙ্গে ঠেস দিয়ে হলেও সেটুকু দাঁড়ানো ফরজ। এ অবস্থায় যদি না দাঁড়ায় এবং কোনো কিছুর ওপর হেলান দিয়ে দাঁড়ানোর পরিবর্তে বসেই নামাজ আদায় করে, তবে নামাজ হবে না। (দুররে মুখতার : ২/২৬৭)

কেউ যদি দাঁড়াতে সক্ষম, কিন্তু রুকু-সিজদা বা শুধু সিজদা করতে সক্ষম না হয়, তার জন্য বসে নামাজ আদায় করা জায়েজ। সে ইশারার মাধ্যমে রুকু-সিজদা করবে। এ ক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে ইশারার মাধ্যমে নামাজ আদায় করার চেয়ে বসে ইশারায় নামাজ আদায় করা উত্তম। (দুররে মুখতার : ২/৫৬৭, ফাতাওয়ায়ে আলমগিরি : ১/১৩৬)

না দাঁড়ানোর সুযোগ রয়েছে যখন

কিছু অক্ষমতা রয়েছে, যেগুলোর কারণে দাঁড়ানোর আবশ্যকতা রহিত হয়ে যায়। তা সাধারণত দুই প্রকার :

এক. হাকিকি বা মৌলিক অর্থাৎ এমন অক্ষম, যে দাঁড়াতে পারে না।

দুই. হুকমি বা বিধানগত অর্থাৎ সে এমন অক্ষম নয় যে দাঁড়াতে পারে না, বরং দাঁড়ালে পড়ে যাওয়ার আশঙ্কা অথবা এমন দুর্বলতা থাকে, যা শরিয়তের দৃষ্টিতে অক্ষমতা বলে বিবেচিত।

যেমন- অসুস্থতা, যার ব্যাপারে অভিজ্ঞ মুসলিম ডাক্তাররা পরামর্শ দেন যে দাঁড়ালে রোগ বৃদ্ধি পাবে অথবা সুস্থতা ফিরে আসতে বিলম্ব হবে কিংবা দাঁড়ানোর কারণে অসহনীয় ব্যথা অনুভূত হয়—এসব অবস্থায় বসে নামাজ আদায় করা জায়েজ। (দুররে মুখতার মাআ রদ্দুল মুহতার : ২/৫৬৫)

চেয়ারে নামাজ আদায় বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ দুই বিধান

যে ক্ষেত্রে শরয়ি ওজরের কারণে চেয়ারে বসে ইশারার মাধ্যমে নামাজ আদায় করার অনুমতি রয়েছে, সে ক্ষেত্রে সিজদার সময় ইশারার ওপরই ক্ষান্ত হওয়া উচিত। উল্লিখিত দীর্ঘ আলোচনার সংক্ষিপ্ত নিম্নরূপ :

এক. যে ব্যক্তি দাঁড়াতে সক্ষম নয়, কিন্তু যেকোনোভাবে মাটিতে বসে রুকু-সিজদা করে নামাজ আদায় করতে পারে, তাকে মাটিতে বসেই রুকু-সিজদা করে নামাজ আদায় করতে হবে। চেয়ার ইত্যাদিতে বসে ইশারায় রুকু-সিজদা করে নামাজ আদায় করা জায়েজ হবে না।

দুই. আর কেউ যদি দাঁড়াতে পারে, কিন্তু কোমর বা হাঁটুতে প্রচণ্ড ব্যথা হওয়ায় সিজদা করার শক্তি না রাখে অথবা সে মাটিতে বসতে পারে, কিন্তু রুকু-সিজদার শক্তি রাখে না, এরূপ লোক মাটিতে বসে নামাজ আদায় করবে। চেয়ার ইত্যাদির ব্যবহার তাদের জন্য উচিত নয়। হ্যাঁ, যদি কোনোভাবেই মাটিতে বসা দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে, তখন চেয়ারে বসে নামাজ আদায় করা যেতে পারে। এ অবস্থায় চেয়ার ব্যবহার করলেও সাদামাটা চেয়ার ব্যবহার করবে। আসলে অসুস্থ ব্যক্তির অবস্থাভেদে চেয়ারে বসে নামাজ আদায়ের বিভিন্ন হুকুম হতে পারে। তাই এ বিষয়ে ঢালাও মন্তব্য কাম্য নয়।

গর্ভবতী নারীরা যেভাবে নামাজ পড়বেন

মায়ের পায়ের নিচে দেওয়া হয়েছে জান্নাতের সুসংবাদ। একজন নারী গর্ভধারণের মাধ্যমে মা হন। গর্ভাবস্থায় একজন মায়ের যে কষ্ট ও বিপন্ন অবস্থার সম্মুখীন হতে হয় তার পুরস্কার স্বরূপ প্রদান করা হয়েছে মাতৃত্বের এ মর্যাদা। গর্ভে সন্তান আসা নারীর জন্য বোঝা নয়, বরং সম্মান ও সৌভাগ্যের।

আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত— তিনি বলেন, নবীজি (সা.)-এর পুত্র ইবরাহিমের দুধমাতা সালামাকে (রা.) নবীজি (সা.) বলেছিলেন, তোমরা নারীরা কি এতে খুশি নও যে, যখন কোনো নারী তার স্বামীর পক্ষ থেকে গর্ভধারিণী হয় আর স্বামী তার প্রতি সন্তুষ্ট থাকেন, তখন সে আল্লাহর জন্য সর্বদা রোজা পালনকারী ও সারা রাত নফল ইবাদতকারীর মতো সওয়াব পেতে থাকবে? তার যখন প্রসব ব্যথা শুরু হয় তখন তার জন্য নয়ন জুড়ানো কী কী নেয়ামত লুকিয়ে রাখা হয়, তা আসমান-জমিনের কোনো অধিবাসীই জানে না। সে যখন সন্তান প্রসব করে তখন তার দুধের প্রতিটি ফোঁটার বিনিময়ে একটি করে নেকি দেওয়া হয়। এ সন্তান যদি কোনো রাতে তাকে জাগিয়ে রাখে (কান্নাকাটি করে মাকে বিরক্ত করে ঘুমুতে না দেয়) তা হলে সে আল্লাহর জন্য নিখুঁত সত্তরটি গোলাম আজাদ করার সওয়াব পাবে।' (তাবরানি, হাদিস : ৬৯০৮; মাজমাউজ জাওয়ায়েদ : ৪/৩০৫)

গর্ভাবস্থায় একজন নারীর শরীরের অবকাঠামো ও অবস্থা পরিবর্তন হয়ে যায়। অনেকের ক্ষেত্রে পেটে চাপ সৃষ্টি হয় এমনকি কোনো কাজ করার সক্ষমতা থাকে না। তবে এসময় স্বাভাবিক চলাফেরা, মৌলিক কাজ-কর্ম চালিয়ে নিতে হয়। সময় মতো নামাজ পড়তে হয়। শরীর ভারী হয়ে যাওয়ায় এসময় অনেকের নামাজ আদায় করতে কষ্ট হয়। তাদের পক্ষে সুস্থ মানুষের মতো নামাজ আদায় সম্ভব হয় না।

গর্ভবতী নারীরা যেভাবে নামাজ পড়বেন

মায়ের পায়ের নিচে দেওয়া হয়েছে জান্নাতের সুসংবাদ। একজন নারী গর্ভধারণের মাধ্যমে মা হন। গর্ভাবস্থায় একজন মায়ের যে কষ্ট ও বিপন্ন অবস্থার সম্মুখীন হতে হয়

তার পুরস্কার স্বরূপ প্রদান করা হয়েছে মাতৃত্বের এ মর্যাদা। গর্ভে সন্তান আসা নারীর জন্য বোঝা নয়, বরং সম্মান ও সৌভাগ্যের।

আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত— তিনি বলেন, নবীজি (সা.)-এর পুত্র ইবরাহিমের দুধমাতা সালামাকে (রা.) নবীজি (সা.) বলেছিলেন, তোমরা নারীরা কি এতে খুশি নও যে, যখন কোনো নারী তার স্বামীর পক্ষ থেকে গর্ভধারিণী হয় আর স্বামী তার প্রতি সন্তুষ্ট থাকেন, তখন সে আল্লাহর জন্য সর্বদা রোজা পালনকারী ও সারা রাত নফল ইবাদতকারীর মতো সওয়াব পেতে থাকবে? তার যখন প্রসব ব্যথা শুরু হয় তখন তার জন্য নয়ন জুড়ানো কী কী নেয়ামত লুকিয়ে রাখা হয়, তা আসমান-জমিনের কোনো অধিবাসীই জানে না। সে যখন সন্তান প্রসব করে তখন তার দুধের প্রতিটি ফোঁটার বিনিময়ে একটি করে নেকি দেওয়া হয়। এ সন্তান যদি কোনো রাতে তাকে জাগিয়ে রাখে (কান্নাকাটি করে মাকে বিরক্ত করে ঘুমুতে না দেয়) তা হলে সে আল্লাহর জন্য নিখুঁত সত্তরটি গোলাম আজাদ করার সওয়াব পাবে।' (তাবরানি, হাদিস : ৬৯০৮; মাজমাউজ জাওয়ায়েদ : ৪/৩০৫)

গর্ভাবস্থায় একজন নারীর শরীরের অবকাঠামো ও অবস্থা পরিবর্তন হয়ে যায়। অনেকের ক্ষেত্রে পেটে চাপ সৃষ্টি হয় এমনকি কোনো কাজ করার সক্ষমতা থাকে না। তবে এসময় স্বাভাবিক চলাফেরা. মৌলিক কাজ-কর্ম চালিয়ে নিতে হয়। সময় মতো নামাজ পড়তে হয়। শরীর ভারী হয়ে যাওয়ায় এসময় অনেকের নামাজ আদায় করতে কষ্ট হয়। তাদের পক্ষে সুস্থ মানুষের মতো নামাজ আদায় সম্ভব হয় না।

তাই গর্ভবতী নারীদের নামাজের বিষয়ে আলেমরা বলেন,

গর্ভাবস্থায় নারীরা অসুস্থ ব্যক্তির মতো নামাজ আদায় করবে। অর্থাৎ শক্তি ও সামর্থ্য অনুযায়ী একাধিক বিকল্পের কোনো একটি গ্রহণ করবে। রাসুলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন, দাঁড়িয়ে নামাজ পড়ো, যদি না পারো তাহলে বসে নামাজ পড়ো, যদি তাও না পারো তাহলে ইশারা করে নামাজ আদায় করো। (বুখারি, হাদিস : ১০৫০)।

যে ব্যক্তি দাঁড়িয়ে নামাজ পড়তে অক্ষম, সে বসে বসে রুকু-সিজদা আদায় করে নামাজ পড়বে। যে ব্যক্তি বসে রুকু-সিজদা করবে, সে রুকু থেকে সিজদায় সামান্য বেশি ঝুঁকবে। অন্যথায় নামাজ শুদ্ধ হবে না। (তিরমিজি, হাদিস : ৩৭৬)

গর্ভবতী অবস্থায় সিজদা দিতে কষ্ট হলে সম্ভব হলে হাত জমিনে রেখে তার ওপর সিজদা করবে। অন্যথায় হাত সামনে রেখে যতটুতু ঝুঁকতে পারে ততটুকু ঝুঁকে ইশারায়

সিজদা করবে। ইশারায় সিজদার সময় সামনে কোনো টেবিল, বালিশ বা অন্য কিছু রেখে তাতে সিজদা করবে না।

হাদিস শরিফে এসেছে, জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুল (সা.) একজন রোগী দেখতে গেলেন।

তিনি তাকে একটি বালিশের ওপর সিজদা করতে দেখলেন। তিনি তা (বালিশ) নিয়ে সরিয়ে রাখেন। অতঃপর লোকটি একটি কাঠের টুকরা নিল তার ওপর সিজদার জন্য। রাসুল (সা.) তা নিয়ে ফেলে দিলেন এবং বললেন, তুমি সক্ষম হলে জমিনের ওপর সিজদা করবে অন্যথায় ইশারা করবে। আর তোমার সিজদা রুকু থেকে বেশি ঝুঁকে আদায় করবে। (সুনানে বাইহাকি, শুআবুল ঈমান, হাদিস

চেয়ারে বসে নামায আদায়- মূলনীতি ও কিছু বিধান

ইসলাম শাশ্বত, সত্য, স্বভাবজাত ও বাস্তববাদী ধর্ম। ইসলামের প্রতিটি বিধান অত্যন্ত যৌক্তিক ও বাস্তবমুখী।

চির সুন্দর,সহজ-সরল ও সর্বোপযোগী।

ইসলামের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিধান হচ্ছে, নামাজ।

আল্লাহপাক যা নবীজী (সা.) কে মেরাজের রাতে পুরস্কার হিসেবে দিয়েছিলেন।

নামাজ মহান প্রভুর দরবারে দীনতা, নিয়ামতরাজির প্রতি কৃতজ্ঞতা এবং তাঁর শাহী দরবারে বান্দার নানাবিদ চাহিদা পূরণের মিনতি জানানোর মাধ্যম।

ঈমানের পর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত নামাজ। তাই ঈমানের পরে, সকল ইবাদতের ঊর্ধ্বে তার স্থান।

যে নামাজ কায়েম করল, সে দ্বীন প্রতিষ্ঠিত করল। আর যে নামাজ ধ্বংস করল, সে দ্বীন ধ্বংস করল। অর্থাৎ যার নামাজ ঠিক তার দ্বীন ঠিক। আর যার নামাজ বরবাদ তার দ্বীন বরবাদ। অতএব, যে ব্যক্তির নামাজ যত সুন্দর হবে, তার দুনিয়া-আখেরাতের জিন্দেগীও তত সুন্দর ও সফল হবে।

তবে নামাজের এ অসীম গুরুত্বের পাশাপাশি শরীয়তের আরেকটি মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রতি লক্ষ্য রাখা আবশ্যক। আর তা হচ্ছে, সকল ক্ষেত্রে সহজীকরণ। আল্লাহ পাক সাধ্যাতীত নির্দেশ দেন না, বরং যা সহজ তাই আল্লাহর নিকট প্রিয়।

ইরশাদ হয়েছে, لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا অর্থাৎ- "আল্লাহতাআলা সাধ্যের বাহিরে কোন দায়িত্ব কারও উপর চাপিয়ে দেন না"। -সূরা বাকারা : ২৮৬

ইরশাদ হয়েছে, يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ অর্থাৎ "আল্লাহ তোমাদের জন্য সহজ করতে চান, তোমাদের জন্য কঠিন করতে চান না"। -সূরা বাকারা : ১৮৫

অতএব, অবহেলা প্রদর্শন না করে নামাজের প্রতি পূর্ণ মর্যাদা ও গুরুত্ব উপলব্ধি করা যেমন আবশ্যক, তার সাথে নামাজকে সাধ্যাতীত না করে, বরং সহজ করে দেখাও আবশ্যক। এ দুয়ের মাঝেই রয়েছে সীরাতে মুস্তাকীম। এই মৌলিক আলোচনার পর চেয়ারে বসে নামাজ আদায়ের কয়েকটি বিধান নিচে তুলে ধরা হলো—

১. কিয়াম, রুকু ও সিজদা- নামাজের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়; যা নামাজের রুকন বা ফরযের অন্তর্ভুক্ত। কেউ যদি এই রুকনগুলো সঠিকভাবে আদায় করতে সক্ষম হওয়া সত্ত্বেও অবহেলা করে ছেড়ে দেয় বা চেয়ারে বসে ইশারায় নামাজ আদায় করে, তার নামাজ আদায় হবে না। আর কেউ যদি কোন রুকন প্রকৃতপক্ষেই আদায় করতে সক্ষম না হয় বরং শরীয়তের দৃষ্টিতে সে মাযুর (অক্ষম) সাব্যস্ত হয়, তাহলে সে এ রুকনটি ইশারার মাধ্যমে আদায় করে নিবে। এতে তার নামাজ পরিপূর্ণ বলে গণ্য হবে এবং সে পূর্ণ সওয়াবের অধিকারী হবে। -রদ্দুল মুহতার : ১/৪৪২

হজরত ইমরান ইবনে হুসাইন (রা.) বলেন-

كانت بي بواسير فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب(১১১৭ -সহিহ বোখারি; হাদিস নং-

২. সুতরাং কেউ যদি দাঁড়াতে সক্ষম না হয়, কিন্তু মাটিতে বসে সিজদা করতে সক্ষম, তাহলে তাকে মাটিতে বসে সিজদা করে নামাজ আদায় করতে হবে। চেয়ারে বসে ইশারা করে রুকু সিজদা করলে তার নামাজ আদায় হবে না।

আল্লামা ইবনে আবেদীন শামী (রাহ.) বলেন-

ولايصح الإيماء بهما – (الركوع والسجود) – مع القدرة عليهما، بل شرطه تعذرهما۔

-রদ্দুল মুহতার ২/৯৯, এইচ. এম. সাঈদ

৩. তবে যে ব্যক্তি দাঁড়াতেও সক্ষম না এবং জায়নামাজে বসে সিজদা করতেও সক্ষম না, চেয়ার বা নীচে বসে ইশারার মাধ্যমে সিজদা করা ছাড়া তার উপায় নেই, এমন ব্যক্তির ক্ষেত্রে বিধান হল, যথাসম্ভব জায়নামাজে বসেই ইশারা করার চেষ্টা করবে। এটাই উত্তম। কারণ বৈঠকে অধিক বিনয় প্রকাশ পায় এবং বৈঠক সিজদার নিকটবর্তী অবস্থান। তবে কেউ যদি নীচে বসতে সক্ষম না হয়, কিংবা এতে তার অধিক কষ্ট হয়, এমন ব্যক্তির জন্যে চেয়ারে বসে ইশারায় নামায আদায় করতে কোনো বাধা নেই। নিঃসন্দেহে তার নামাজ বিশুদ্ধভাবে আদায় হয়ে যাবে।

ইমাম আল মারগীনানী (রাহ.) বলেন- والأفضل هو الإيماء قاعدا ، لأنه أشبه بالسجود (আল-হিদায়া- ১/১৬২)।

হযরত ইবনে আবী লায়লা (রাহ.) রর্ণনা করেন- عن عطاء قال في صلاة القاعد يقعد كيف شاء (মুসান্নাফু ইবনি আবী শায়বা ৬/৬৬, হাদীস নং- ৮৮৭৩)।

ইমাম সারাখসী (রাহ.) বলেন-

والمصلى قاعدا تطوعا أو فريضة بعذر يتربع ويقعد كيف شاء من غير كراهة إن شاء محتبيا وإن شاء متربعا لأنه لما جاز له ترك أصلالقيام فترك صفة القعود أولى. (جـ 1 صـ902)

৪. যে ব্যক্তি দাঁড়াতে এবং বসতে সক্ষম কিন্তু সিজদা করতে সক্ষম না, সিজদা তাকে ইশারায় করতে হয়। এমন ব্যক্তির জন্য কিয়ামের ফরয আদায়ের লক্ষ্যে দাঁড়ানো আবশ্যক, না বসে নামাজ পড়লেও নামায আদায় হবে। এতে দু'টি মত রয়েছে।

আমাদের হানাফি মাজহাবের প্রসিদ্ধ মত হল, তার জন্য দাঁড়ানো আবশ্যক নয়; বসে পড়লেও তার নামাজ আদায় হয়ে যাবে। তবে অনেকের অভিমত হচ্ছে, যতটুকু সম্ভব দাঁড়িয়ে কিয়ামের ফরয আদায় করতে হবে। তারপর সম্ভব হলে রুকু করবে। তারপর তার জন্য দুটি পন্থা রয়েছে, যে কোন একটি অবলম্বন করতে পারবে-

এক. বসে ইশারার মাধ্যমে সিজদা আদায় করা। এটা উত্তম।
দুই. দাঁড়িয়ে ইশারার মাধ্যমে সিজদা আদায় করা। তখন সিজদার জন্য মাথাকে রুকুর চেয়ে একটু বেশি নিচু করবে।

ইমাম আইনী (রাহ.) উল্লেখ করেন-

وعن أبي جعفر الطحاوي : ولو قدر على بعض القيام ولو قدر آية أو تكبيرة يقوم ذلك القدر وإن عجز عن ذلك قعد، وإن لم يفعل ذلك خفتأن تفسد صلاته، هذا هو المذهب، ولا يروى عن أصحابنا خلافه، وكذا إذا عجز عن القعود وقدر على الاتكاء أو الاستناد إلى إنسان أو حائطأو وسادة لا يجزئه إلا كذلك. ولو استلقى لا يجزئه

-আল বেনায়া- ২/৬৩৫, মাকতাবা নাঈমিয়া

উভয় মতানুসারে বসার ক্ষেত্রে জায়নামায বা নীচে বসা আবশ্যক, নাকি চেয়ারে বসতে পারবে? এ বিধানটি তিন নম্বরে উল্লেখ করা হয়েছে। -রদ্দুল মুহতার- ২/৯৮, ইলাউস সুনান; ৭/১৯৮ দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা

৫. এখানে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে, কে সক্ষম, কে অক্ষম, কে মাজুর বা কতটুক মাজুর এবং কে মাজুর না, সে বিষয়টি নির্ণয় করা। এ ক্ষেত্রে সংক্ষিপ্ত কথা হচ্ছে, বয়স্ক এবং প্রকাশ্যে রোগে আক্রান্ত ব্যক্তিরা নিজেদের অপারগতা সম্পর্কে অনেকটা নিজেরাই সিদ্ধান্ত নিতে পারেন, যদি এ সংক্রান্ত মাসআলা তাদের জানা থাকে। তবে এমন অভিজ্ঞ ব্যক্তি খুবই কম রয়েছেন। তাই উত্তম পন্থা হচ্ছে, নিজে সিদ্ধান্ত না নিয়ে বিজ্ঞ-অভিজ্ঞ মুফতি সাহেবদের শরণাপন্ন হয়ে জেনে নেয়া।

আর যারা বাহ্যিকভাবে সুস্থ, কিন্তু বিশেষ রোগের কারণে বিশেষজ্ঞ বিশ্বস্ত ডাক্তার তাদেরকে রুকু সিজদা করতে নিষেধ করেছেন, তাদের ক্ষেত্রেও মাজুরের হুকুম প্রযোজ্য হবে। তবে তাদের জন্যও উচিত হবে ডাক্তারের পরামর্শ নিয়ে বিজ্ঞ মুফতিদের শরণাপন্ন হওয়া।

৬. আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে, যারা সঠিক সিদ্ধান্ত অনুযায়ী চেয়ারে বসে নামাজ পড়ার অনুমতি পেয়েছেন বা চেয়ার ব্যতীত যাদের কোনো বিকল্প নেই, তারা মসজিদে গিয়ে চেয়ারে বসে নামায পড়বেন, নাকি মসজিদের শোভা নষ্ট হবে এই অজুহাতে মসজিদ ছেড়ে ঘরে নামায আদায় করবেন?

এ ক্ষেত্রে আমাদের দৃষ্টিতে সঠিক মত হলো- তারা মসজিদে গিয়েই জামাতে শরীক হয়ে নামাজ আদায় করবেন, যদিও তারা চেয়ার ব্যবহার করতে বাধ্য। কারণ, ফরয নামাজ আদায় করার আসল রূপই হচ্ছে, মসজিদে গিয়ে সবাই মিলে জামাত করে নামাজ আদায় করা। সম্মিলিতভাবে বন্দেগি করা ও দাসত্ব প্রকাশ করা আল্লাহর নিকট অত্যন্ত পছন্দনীয়। তাই মসজিদের জামাতের গুরুত্ব অপরিসীম। এ বিষয়ে একাধিক আয়াত ও অসংখ্য হাদীস রয়েছে। যেমন- َوَارْكَعوا مَعَ الرَّاكِعِين (সূরা বাকারা: ৪৩) َوَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِين -সূরা শুআরা- ২১৯

عن أبي هريرة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب، فيحطب، ثم آمر بالصلاة، فيؤذن لها،ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال، فأحرق عليهم بيوتهم، والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم، أنه يجد عرقا سمينا، أو مرماتينحسنتين، لشهد العشاء৬৪৪-নং হাদিস : সহিহ বোখারি)

عن أبي هريرة، قال : أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى، فقال: يا رسول الله، إنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، فسأل رسول اللهصلى الله عليه وسلم أن يرخص له، فيصلي في بيته، فرخص له، فلما ولى، دعاه، فقال: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم، قال: فأجب

সহিহ মুসলিম : হাদিস নং- ৬৫৩

তাই যারা জামাতে উপস্থিত হতে পারে, তাদের জন্য এর বিকল্প নেই। কেননা মসজিদের নামাজে যে প্রাণ থাকে, ঘরের নামাজে সেটা থাকে না। তাছাড়া এ ধরণের বয়োবৃদ্ধ অসুস্থ রোগীর কষ্ট করে জামাতে উপস্থিত হওয়া, অন্যদেরকে মসজিদে গিয়ে জামাতে শরীক হতে উৎসাহী করবে এবং গাফেল লোকদের মসজিদমুখী হতে প্রেরণা যোগাবে। তাই এমন লোকদের মসজিদের জামাতে উপস্থিতি আল্লাহ তাআলা, ফেরেশতা ও সকল সৃষ্টির কাছে পছন্দনীয়।

তবে যারা আন্তরিকতার সাথে এ ধরনের লোকদের মসজিদে গিয়ে চেয়ারে বসে নামায পড়ার ব্যাপারে প্রশ্ন করেন তাদের আলোচনা থেকে বোঝা যায়, তাদের অপছন্দের উল্লেখযোগ্য কারণ হচ্ছে, বিধর্মীদের সাথে সাদৃশ্য। যা থেকে নিষেধ করা হয়েছে।

এর উত্তরে বলব, অপারগতা ও প্রয়োজনের ক্ষেত্রে সাদৃশ্য অবৈধতার কারণ নয়। অর্থাৎ- মানুষ যা করতে বাধ্য, যা না হলে মানুষের জন্য কষ্টের কারণ হবে, এমন বিষয়ে সাদৃশ্যের বিধান প্রযোজ্য নয়। কারণ এ সকল বিষয় কারো সাদৃশ্য গ্রহণের জন্য করা হয় না, বরং প্রয়োজনে করা হয়। তাই এগুলোকে সাদৃশ্যের কারণে হারাম বলা যাবে না। তাছাড়া মূল রহস্য বা কারণ না বুঝে শুধু সাদৃশ্য দেখেই যদি ঢালাওভাবে সাদৃশ্যপূর্ণ বিষয়গুলিকে হারাম বলে দেওয়া হয়, তাহলে খাওয়া-দাওয়াসহ জীবন ধারণের অনেক মৌলিক বিষয়ও তার আওতায় চলে আসবে। কারণ, এসব বিষয় মৌলিকভাবে সাদৃশ্যপূর্ণ। আর এ সব হারাম হয়ে গেলে মানব জীবনই বিপন্ন হয়ে পড়বে। তাই যে সকল বিষয় আবশ্যক, প্রয়োজনীয় ও উপকারী নয় বা যে সকল মৌলিক প্রয়োজন মেটানোর পথ ও পন্থা একাধিক হতে পারে, সেগুলোর

ক্ষেত্রে সাদৃশ্যপূর্ণ রূপরেখা বর্জন করে সাদৃশ্যহীন পন্থা অবলম্বনের নির্দেশ করা হয়। আল্লামা ইবনে নুজাইম (রাহ.) বলেন-

و(يكفّر) بوضع قلنسوة المجوسي على رأسه على الصحيح إلا لضرورة دفع الحر أو البرد، وبِشدّ الزنار في وسطه إلا إذا فعل ذلك خديعةفي الحرب وطليعة للمسلمين
(আল-বাহরুর রায়েক ৫/২০৮)

হযরত থানভী (রাহ.) বলেন-

كفار كى وضع بلا ضرورت قويہ حسيہ كدفع الحر والبرد يا شرعيہ كخدع اهل الحرب والتجسس للمسلمين افعال كفر سے ہے
বাওয়াদিরুন নাওয়াদের- ৪৫৪)।

পূর্বের আলোচনায় এ কথা স্পষ্ট হয়েছে যে, নামাজে চেয়ার শুধু প্রয়োজনের ক্ষেত্রেই ব্যবহার করতে পারবে। আর এটি তখন শরীয়তের দৃষ্টিতে ওজরের অন্তর্ভুক্ত হবে। অতএব, চেয়ারের এই বৈধ ও প্রয়োজনীয় ব্যবহারকে শুধু সাদৃশ্যের অজুহাতে অবৈধ বলা যাবে না।

তবে যারা প্রয়োজন ছাড়া নামাজে চেয়ার ব্যবহার করে জেনে না-জেনে এটাকে ফ্যাশনে পরিনত করতে চলেছেন, তাদেরকে এ থেকে বিরত রাখার জন্য এ বিষয়ে সঠিক আলোচনার প্রয়োজন রয়েছে। ইমাম ও খতিব সাহেবগণ যদি এ বিষয়ে সঠিক মাসআলা তুলে ধরে সময়ে সময়ে আলোচনা করেন, তাহলে চেয়ারের অপ্রয়োজনীয় ব্যবহার আশা করি, বন্ধ হয়ে যাবে। আর যারা প্রয়োজনে ব্যবহার করেন, তারাও মসজিদে এসে জামাতে শরীক হয়ে আল্লাহর বন্দেগী করার সুযোগ লাভ করবেন।

والله اعلم بالصواب

আল্লাহপাকই সকল বিষয়ে সঠিক জ্ঞানের অধিকারী।

ফতোয়া প্রদান, মুফতি কিফায়াতুল্লাহ, সিনিয়র মুফতি ও মুহাদ্দিস, দারুল উলূম মুঈনুল ইসলাম-হাটহাজারী, চট্টগ্রাম

চেয়ারে বসে নামাজ আদায় কখন জায়েজ

ইসলামের কোনো বিধান মানুষের সাধ্যের বাইরে নেই। কারণ সাধ্যের বাইরে গিয়ে ইবাদত করার আদেশ দেয়নি ইসলাম। পবিত্র কোরআনে এসেছে, 'আল্লাহ সাধ্যের বাইরে কোনো কর্তব্য কারও ওপর চাপিয়ে দেন না।' (সুরা বাকারা: ২৮৬)

ইসলামের সব ফরজ বিধানে মানুষের সামর্থ্য বিবেচনা করা হয়েছে। নামাজের ক্ষেত্রেও অসুস্থ, রোগী, প্রতিবন্ধী ও অক্ষমদের জন্য বিশেষ ছাড় দেওয়া হয়েছে। পবিত্র কোরআনে এরশাদ হয়েছে, আল্লাহ তোমাদের জন্য সহজ করতে চান, কঠিন করতে চান না।' (সুরা বাকারা: ১৮৫)

কখন অক্ষম বিবেচনা করা হবে

নামাজে দাঁড়ানো, রুকু করা ও সিজদা করা ফরজ। এই ফরজগুলো যথাযথভাবে আদায় করার সর্বোচ্চ চেষ্টা করতে হবে। সক্ষমতা সত্ত্বেও এই ফরজগুলো আদায় না

করলে নামাজ হবে না। তবে প্রকৃতপক্ষেই যদি কেউ এসবের কোনো একটি আদায় করতে সক্ষম না হন, তবে তিনি ওই ফরজের জন্য শরিয়তের দৃষ্টিতে অক্ষম সাব্যস্ত হবেন। তাঁর জন্য সেই ফরজটি ইশারায় আদায় করা বৈধ হবে। এতে নামাজের পূর্ণ সওয়াবও পাওয়া যাবে। (বুখারি: ১১১৭; রদ্দুল মুহতার: ১ / ৪৪২)

মুসল্লির অক্ষমতা নির্ণয়ের মানদণ্ড

বয়স্ক এবং প্রকাশ্য রোগে আক্রান্ত ব্যক্তিরা, এ বিষয়ক মাসআলাগুলো জানা থাকলে নিজেদের অপারগতা সম্পর্কে নিজেরাই সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। তবে উত্তম পন্থা হচ্ছে, নিজে সিদ্ধান্ত না নিয়ে বিজ্ঞ-অভিজ্ঞ মুফতির শরণাপন্ন হয়ে জেনে নেওয়া।
আর যারা বাহ্যিকভাবে সুস্থ, কিন্তু বিশেষ রোগের কারণে বিশেষজ্ঞ ও বিশ্বস্ত ডাক্তার তাঁদের রুকু-সিজদা করতে নিষেধ করেছেন, তাঁদের ক্ষেত্রেও অক্ষম হওয়ার হুকুম প্রযোজ্য হবে। তবে তাঁদের জন্যও উচিত, ডাক্তারের পরামর্শ নিয়ে বিজ্ঞ মুফতিদের শরণাপন্ন হওয়া।

চেয়ারে বসে নামাজ পড়া কখন বৈধ, কখন অবৈধ

কেউ যদি নামাজে দাঁড়াতে সক্ষম না হন, তবে মাটিতে বসে সিজদা করতে সক্ষম, তাহলে তাঁকে মাটিতে বসে সিজদা করে নামাজ আদায় করতে হবে। চেয়ারে বসে রুকু-সিজদা করলে নামাজ হবে না। (রদ্দুল মুহতার: ২ / ৯৯)
কেউ যদি দাঁড়াতেও সক্ষম না হন, মাটিতে বসে সিজদা করতেও সক্ষম না হন এবং চেয়ার বা নিচে বসে ইশারায় সিজদা করা ছাড়া তাঁর উপায় নেই, তিনি যথাসম্ভব মাটিতে বসেই ইশারা করার চেষ্টা করবে। এটাই উত্তম। কারণ বৈঠকে অধিক বিনয় প্রকাশ পায় এবং বৈঠক সিজদার কাছের অবস্থান। (আল-হিদায়া: ১ / ১৬২)
তবে কেউ যদি মাটিতে বসতে সক্ষম না হন কিংবা এতে তাঁর অধিক কষ্ট হয়, তাঁর জন্য চেয়ারে বসে ইশারায় নামাজ আদায় করতে কোনো বাধা নেই। নিঃসন্দেহে তাঁর নামাজ বিশুদ্ধভাবে আদায় হয়ে যাবে। (ইবনে আবি শায়বা: ৮৮৭৩)

হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে নামাজ আদায়

সিজদা করতে সক্ষম ব্যক্তি যদি নামাজের কিছু অংশে দাঁড়াতে সক্ষম হন এবং পুরো সময় দাঁড়িয়ে থাকতে অপারগ থাকেন, সে ক্ষেত্রে যেটুকু সময় দাঁড়াতে পারবেন, তা কোনো লাঠি বা দেয়ালের সঙ্গে ঠেস দিয়ে হলেও সেটুকু দাঁড়ানো ফরজ। এ অবস্থায় যদি না দাঁড়ান এবং কোনো কিছুর ওপর হেলান দিয়ে দাঁড়ানোর পরিবর্তে বসেই নামাজ আদায় করেন, তবে নামাজ হবে না। (দুররে মুখতার: ২ / ২৬৭)
কেউ যদি দাঁড়াতে সক্ষম হন, কিন্তু রুকু-সিজদা বা শুধু সিজদা করতে অক্ষম হন, তাঁর জন্য বসে নামাজ আদায় করা জায়েজ। তিনি ইশারার মাধ্যমে রুকু-সিজদা করবেন। এ ক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে ইশারার মাধ্যমে নামাজ আদায় করার চেয়ে বসে ইশারায় নামাজ আদায় করা উত্তম। (দুররে মুখতার: ২ / ৫৬৭; ফাতওয়ায়ে আলমগিরি: ১ / ১৩৬)

নফল নামাজ বসে পড়ার হুকুম

রুকু সেজদা করতে সক্ষম ব্যক্তি নফল নামাজ বসে আদায় করতে পারবেন। তবে এ ক্ষেত্রে তিনি অর্ধেক সওয়াব পাবেন। ফজরের সুন্নত নামাজ ছাড়া অন্যান্য ওয়াক্তের সুন্নত নামাজগুলোও বসে আদায় করা যাবে। তবে দাঁড়িয়ে রুকু–সেজদা করে নামাজ আদায় করাই উত্তম। (বুখারি: ১১১৬) তবে এ ক্ষেত্রেও চেয়ারে না বসে মাটিতে বসে পড়াই উত্তম।
মোটকথা, ফরজ নামাজের ক্ষেত্রে চেয়ারে বসে নামাজ আদায় করা তখনই জায়েজ হবে, যখন নিচে বসে নামাজ পড়ার সক্ষমতা থাকবে না। ছোটখাটো অসুস্থতায় চেয়ারে বসার অভ্যাস করা শরিয়তের দৃষ্টিতে মোটেও উচিত নয়। এ ক্ষেত্রে শরিয়তের নীতিমালা মেনে চলা আবশ্যক।